জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ফেসলেস মোটরগাড়ি

রাজ্যে চালু হচ্ছে ফেসলেস মোটরগাড়ি পরিষেবা। এই কারণে বাহন ও সারথি পোর্টাল আপডেট করা হবে। গাড়ির লার্নার লাইসেন্স, ড্রাইভিং লাইসেন্স নবীকরণ ইত্যাদি সবই করা যাবে বাড়িতে বসেই

শীত অধরা

নভেম্বরের শুরু থেকেই নামতে শুরু করেছে পারদ। বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলাগুলিতে। আবহাওয়া ফের শুষ্ক হবে। শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই

আজ বিহারে প্রথম দফায় ৫২ আসনে নির্বাচন হচ্ছে

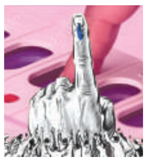

ভয়াবহ দুর্ঘটনা যোগীরাজ্যে, ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে মৃত ৬ পুণ্যার্থী

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৬১ ● ৬ নভেম্বর, ২০২৫ ● ১৯ কার্তিক ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 161 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 6 NOVEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

সীমা ছাড়াবেন না মোদি-শাহকে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : বাংলায় হালে পানি পাচ্ছে না বিজেপি। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির 'আবকি বার ৪০০ পারে'র প্রচার মুখ থুবড়ে পড়েছে। এবার তাই ভোট-বৈতরণী পার হতে সাংবিধানিক সংস্থাগুলিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছে। ভোট লুট করতে এখন এসআইআরের নামে চক্রান্ত শুরু করেছে। বিজেপির এই ফন্দির বিরুদ্ধে আবারও গর্জে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি লেখেন, বিজেপি বাংলায় হেরে এখন অর্থ আর শক্তির অপব্যবহার করে জয়লাভের চেষ্টায় নেমেছে। বিজেপির এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে হবে।

দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, এসআইআরের নামে ভোটারদের নামকাটার ফন্দি আঁটতে গিয়ে বাংলায় বিজেপি 'লক্ষ্মণরেখা' অতিক্রম করে গিয়েছে। যদি স্বচ্ছ ভোটার ব্যবস্থাই তাদের লক্ষ্য হবে, তাহলে কেন নির্বাচনমুখী চারটি রাজ্যের মধ্যে কেবল বিরোধী-শাসিত রাজ্যগুলিতে এসআইআর হচ্ছে? বিজেপি-শাসিত অসমকে কেন অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে? যদি লক্ষ্যই হবে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া, তাহলে কেন কেবল বাংলাকে লক্ষ্য করা হবে? অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং মিজোরামেও তো বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত শেয়ার রয়েছে। (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

গাছ

গাছও কথা বলে
গাছও সংঘর্ষ করে
গাছও প্রতিরোধ করে।
গাছ মৌনিবাবা নয়
গাছ এক জীবনধারা।
গাছের বাতাস
গাছের ডালপাতা
সবই শিকড় ভরা।
যারা ভাবে গাছ বাকরুদ্ধ
প্রাণের ধারায় আকাল
তাদের জন্য সবুজ ধিক্কার
গাছ শাশ্বত সকাল।

এসআইআর-আতঙ্কে আবার আত্মহত্যা, এবার ভাঙড়ে

প্রতিবেদন : ফের এসআইআর-আতঙ্কে আত্মহত্যা! এবার ভাঙড়ে। মৃত সফিকুল গাজি। বিজেপির তৈরি-করা ভয়ের পরিবেশ আর বিভাজনের রাজনীতির জঘন্য খেলায় প্রাণ গেল বাংলার আরও এক ব্যক্তির। এই নিয়ে এসআইআর শুরুর আগে ও শুরুর পর্বে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮। ভাঙড়ে বুধবার সকালে নিজের বাড়িতেই মিলেছে এক ব্যক্তির দেহ। তাঁর স্ত্রীর জানিয়েছেন, এসআইআর-আতঙ্কেই তাঁর স্বামী এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। গিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। মৃত সফিকুল গাজি ভাঙড়ের কাশীপুর এলাকার জয়পুরের বাসিন্দা। এসআইআরের প্রয়োজনীয় নথি খুঁজে না পেয়ে আতঙ্কে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। খবর পেয়েই মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। বিধায়ক বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই এনআরসি-আতঙ্কে ভুগছিলেন সফিকুল। রাজ্যে এসআইআর চালু হওয়ার পর সেই ভয় আরও বাড়ে। ভিটেমাটি ছাড়তে হবে না তো? এ-নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন তিনি। দাবি, সেই আতঙ্কেই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সফিকুল।

এসআইআর নিয়ে বলতে গিয়ে কয়েকদিন আগেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, আতঙ্কে রাজ্যে মৃত্যুমিছিল দেখা দিতে পারে আগামী দিনে। পরপর কয়েকটি ঘটনায় তাঁর সেই আশঙ্কাই কি বাস্তবায়িত হতে চলেছে? বিজেপি আসলে এই মৃত্যুমিছিল দেখতে চেয়েছিল। বছরের পর বছর এনআরসি আর নাগরিকত্বের নামে মানুষকে আতঙ্কে রেখেছে বিজেপি। আর কত মানুষের জীবন নিয়ে খেলবে এই জনবিরোধী সরকার? প্রশ্ন তৃণমূলের।

ভাঙড়ে এসআইআর-আতঙ্কে আত্মঘাতী প্রৌঢ়ের বাড়িতে বিধায়ক শওকত মোল্লা। ইনসেটে মৃত সফিকুল গাজি।

বিজেপির অসমে ধর্ষিতা স্কুলপড়ুয়া

প্রশ্নে নারী-সুরক্ষা

প্রতিবেদন : যারা মুখে ফলাও করে 'বেটি বাঁচাও'-এর কথা বলে, সেই ডবল ইঞ্জিনের রাজ্যেই প্রদীপের নিচে অন্ধকার! অসমের তিনসুকিয়ার নারকীয় ধর্ষণের ঘটনায় নিন্দার ঝড় সর্বত্র। সোমবার বিকেলে স্কুল থেকে ফেরার পথে তিনসুকিয়া এলাকায় সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীকে তিন

জন তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। এর পর একটি চা-বাগান এলাকার রাস্তার পাশে ফেলে দিয়ে যায়। বিকেলে তাকে ওই রাস্তায় অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে এক রিকশা চালক নাবালিকার পরিবারকে খবর দেন। ওই ছাত্রীর শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। নাবালিকা তিনসুকিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার বয়ান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এদিকে অভিযুক্তরা এখনও অধরা। এই ঘটনার একদিন আগেই কোয়েম্বাটুর বিমানবন্দরের কাছে এক কলেজ ছাত্রীকে অপহরণ করা হয়। বিজেপি-শাসিত (এরপর ১২ পাতায়)

বিএলও-র হাত থেকে ফর্ম নিলেন ভোটার মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : বুধবার কালীঘাটের বাড়িতে বিএলও-র কাছ থেকে এনুমারেশন ফর্ম নিলেন ভবানীপুর কেন্দ্রের ভোটার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ হরিশ মুখার্জি রোডের মিত্র ইনস্টিটিউশনের ভোট কেন্দ্রের ৭৭ নম্বর বুথের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক অমিতকুমার রায় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে স্বাভাবিকভাবেই ঢুকতে চাওয়ায় পুলিশ জিজ্ঞাসা করেন কোথায় যাবেন? বিএলও জানান, তিনি ৩০বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের ভোটারদের এনুমারেশন ফর্ম দিতে যাবেন। নিজের পরিচয়পত্র দেখান বিএলও। কথা বলার পর তাঁকে ভিতরে পাঠানো হয়। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ফর্ম তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ফর্ম পূরণ হলে তাঁর দফতর থেকে ফোনে জানিয়ে দেওয়া হবে।

সপ্তপদী দিয়ে আজ শুরু চলচ্চিত্র উৎসব

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে আজ বৃহস্পতিবার ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা হবে আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে। উৎসব চলবে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত। বিকেল ৪টেয় এই উৎসবের সূচনা (ঘোষণা) করবেন প্রখ্যাত অভিনেতা সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। প্রদীপ প্রজ্বলন হবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন, সঙ্গীত শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়, রমেশ সিপ্পি এবং পরিচালক সুজয় ঘোষ। এই অনুষ্ঠানের 'হোস্ট' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন টালিগঞ্জের অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং কলাকুশলীরা। থাকবেন বিশেষ আমন্ত্রিতরা। ৪টেয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু। এরপর উৎসবের উদ্বোধনী ছবি হিসেবে বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে দেখানো হবে (এরপর ১২ পাতায়)

আজ চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন। সেজে উঠেছে নন্দন-চত্বর।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারিখ অভিধান

২০১০ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় (১৯২০-২০১০) এদিন প্রয়াত হন। তিনি সাদা, তিনি কালো। তিনি মন্দ, তিনি ভাল। আর এর সবটাই খোলা খাতা বা স্বচ্ছ আয়নায় প্রতিফলিত। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এমনই এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। রাজনীতি, কূটনীতি, প্রশাসন, ক্রীড়াঙ্গন, এমনকী বংশগৌরব— সব ক্ষেত্রেই তাঁর ওজন ও প্রভাব তাঁকে স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট করেছে। ১৯৭২-'৭৭ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। মূল স্রোত থেকে সরিয়ে রাজীব গান্ধী তাঁকে অশান্ত পঞ্জাবের রাজ্যপাল করার সিদ্ধান্ত নেন। সাড়ে তিন বছর রাজ্যপাল ছিলেন তিনি, ১৯৮৯ পর্যন্ত। রাজীবের মৃত্যুর পরে নরসিংহ রাও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই ফের রাজনীতি থেকে সরে যেতে হয় সিদ্ধার্থশঙ্করকে। এবার তিনি আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। ১৯৯৬ পর্যন্ত প্রায় চার বছর আমেরিকায় কাটিয়ে দেশে ফিরলেও প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে তাঁর দূরত্ব থেকেই যায়। ১৯৯১-এ রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন এবং রাজ্যে উত্থান। কলকাতার অধুনালুপ্ত চৌরঙ্গি কেন্দ্র থেকে উপনির্বাচনে জিতে বিধানসভায় বিরোধী নেতা হন।

১৯৮৫ সঞ্জীবকুমার (১৯৩৮-১৯৮৫) এদিন প্রয়াত হন। আসলে তিনি হরিহর জেটালাল জরিওয়ালা। গুজরাতের সুরাতে ১৯৩৮ সালে ৯ জুলাই জন্ম হয় তাঁর। পরে মুম্বইয়ে সপরিবার চলে আসেন তিনি। যদিও আসল নামে তাঁকে কোনওদিনই চেনেনি বলিউড। বরং তাঁর ছদ্মনামেই এসেছে জনপ্রিয়তার ঢেউ। মঞ্চে তাঁর নজরকাড়া অভিনয় থেকেই বলিউডে 'হম হিন্দুস্থানি' ছবিতে ডাক পান এই অভিনেতা। ১৯৬০-এ মুক্তি পাওয়া এই ছবিতে খুব ছোট চরিত্রে অভিনয় করলেও দর্শকদের মন জেতেন তিনি। 'সীতা অউর গীতা', 'রাজা আউর রাঙ্ক', 'আপ কি কসম' 'ত্রিশূল', 'রাম তেরে কিতনে নাম', 'খিলোনা', 'ইয়ে হ্যায় জিন্দেগি', 'চরিত্রহীন', 'অঙ্গারে', 'গৃহপ্রবেশ' বা 'আঁধি'-সহ নানা ছবিতে সঞ্জীব অনবদ্য। কেবল হিন্দি নয়, তামিল থেকে হিন্দিতে ডাবিং হওয়া নানা ছবিতেও সমান জনপ্রিয়তা অর্জন করেন সঞ্জীব। হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত 'অর্জুন পণ্ডিত' ছবিতে অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কারও লাভ করেন। 'শোলে' ছবিতে 'ঠাকুর বলদেও সিংহ'-এর চরিত্রে সঞ্জীব কুমারের অভিনয় কে-ই বা ভুলতে পারে!

১৯৭০ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) এদিন প্রয়াত হন। খ্যাতকীর্তি সাহিত্যিক ও অধ্যাপক । বাবার দেওয়া নাম অবশ্য ছিল তারকনাথ, লেখালিখির সময় করে নেন নারায়ণ। কবিতা দিয়ে সাহিত্যজীবন শুরু হলেও গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ নাটক গান কিশোরপাঠ্য রচনা সবেতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন তিনি। 'টেনিদা' তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। সাগরময় ঘোষের অনুরোধে 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৬৩-'৭০ লেখেন 'সুনন্দর জার্নাল' নামে রম্যরচনা। অথচ আনন্দ পুরস্কার ছাড়া অপর কোনও সাহিত্য পুরস্কারই তিনি পাননি!

১৯৩৪ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১৯) এদিন জন্ম হয় সাবেক পূর্ববঙ্গে, নারায়ণগঞ্জের কাছে রাইনাদি গ্রামে। দেশভাগের পরে সর্বস্ব খুইয়ে কলকাতায় শূন্য থেকে শুরু করা। জাহাজের স্টোকার থেকে শুরু করে নানা চাকরি করেছেন। নানা দেশ দেখেছেন। তাঁর লেখায় সে-সব অভিজ্ঞতা গভীর অনুভবের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত ৫০টি গল্প-সংকলনের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন অতীনবাবু। এ ছাড়াও নানা স্বীকৃতি এসেছে লেখক-জীবনে। ওঁর শেষ উপন্যাস 'পরমেশ্বরী'ও স্মৃতিকথামূলক।

১৯২৬ হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৬-২০১৩) এদিন অধুনা বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলজীবন শুরু সেইখানেই, ছাত্রজীবন শেষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কর্মজীবন শুরু গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরিতে। পরে একটি জীবনবিমা কোম্পানিতে যোগ দেন। ১৯৪৮-এ অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি 'দেবদূত' দিয়েই চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ তাঁর। মঞ্চশিল্পী হিসাবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাত ছিলেন। উৎপল দত্তের 'ফেরারি ফৌজ' নাটকে তাঁর অভিনয় সাড়া ফেলে দিয়েছিল। শেষ দু'টি ফেলুদার ছবিতে তিনি ছিলেন 'সিধু জ্যাঠা'। সত্যজিৎ রায়ের 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ' হোক বা 'শাখাপ্রশাখা', 'সোনার কেল্লা' থেকে 'জয় বাবা ফেলুনাথ', 'সীমাবদ্ধ'-সহ বেশির ভাগ ছবিতেই হারাধনবাবুর অভিনয় নজর কেড়েছে আপামর বাঙালির। ২০০৫ সালে শ্রেষ্ঠ সহকারী অভিনেতা হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। ২০১১-য় পেয়েছেন বঙ্গবিভূষণ সম্মান।

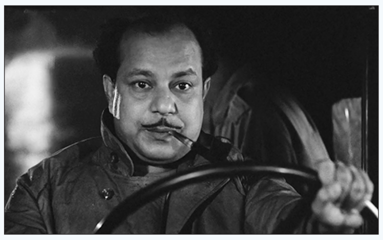

৫ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২০৫০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২১১০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৫১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৪৭২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৪৭৩৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৩৩	৮৬.১২
ইউরো	১০৩.০৩	১০১.৪৫
পাউন্ড	১১৭.১৭	১১৪.৯৪

নজরকাড়া ইনস্টা

ভিক্টোরিয়া বেকহ্যাম

সুনীল শেট্টি

কর্মসূচি

সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা জুড়ে চলছে চায়ের চুমুকে উন্নয়নের গল্প কর্মসূচি। নেতা-কর্মীরা উন্নয়নের কথা শোনানোর পাশাপাশি শুনছেন এলাকার মানুষের অসুবিধার কথাও। শিবিরগুলিতে রাখা হয়েছে সাজেশন বক্স। বুধবার মশাটে আয়োজিত শিবিরে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলছেন পর্যবেক্ষক শামিম আহমেদ, সাংগঠনিক মহিলা সভানেত্রী মনমোহিনী বিশ্বাস প্রমুখ।

তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৪৮

১		২	■	৩			৪
	■		■		■	■	
	■	৫			৬		
৭			■	■		■	■
■	■		■	■	৮		৯
১০			১১			■	
	■	■		■		■	
১২				■	১৩		

পাশাপাশি : ১. মেঘ ৩. সংগীতের রাতের রাগবিশেষ ৫. স্বভাবদীন ৭. প্রণমি— অজরা অতুলা ৮. যাচাই, পরখ ১০. অনালোকিত ১২. হস্তীপালক, হাতিশিকারি ১৩. দুষ্টতা।

উপর-নিচ : ১. অদ্ভুত, বিস্ময়কর ২. দান ফিরিয়ে নেওয়া সম্পর্কে মামলা ৩. চলছে এমন, চলন্ত ৪. তোমার চরণ করব— ৬. দূরীকৃত ৯. সমুদ্রের নিকটস্থ লোনা দেশ ১০. ঝোঁক, উৎসাহ ১১. ধনসম্পত্তি।

শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৪৭ : পাশাপাশি : ১. নৈয়মিক ৩. সুখ্যাতি ৫. চির ৬. লকার ৮. রব ১০. তারল ১১. খিরাজ ১৩. গাধা ১৫. ঘণ্টিকা ১৮. ধন্য ১৯. রগড় ২০. পুরস্কার। **উপর-নিচ :** ১. নৈশাহার ২. মিছিল ৩. সুর ৪. তির ৫. চিরতা ৭. আলগা ৯. বখিল ১১. জঘন্য ১৪. ধারাঙ্কুর ১৬. কাসার ১৭. শূর ১৮. ধড়।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

6 November, 2025 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৬ নভেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

আজ শুরু ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ■ নন্দন-চত্বরে শেষবেলার প্রস্তুতি

চক্রান্ত আটকাতে তৈরি তৃণমূলের লিগ্যাল সেল

প্রতিবেদন : বিজেপির তৈরি-করা ভয়ের পরিবেশে এসআইআরের নামে ষড়যন্ত্রের জেরে রাজ্যে একের পরে এক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে রাজ্যে। জনমানসে দেখা দিচ্ছে উদ্বেগ। এই পরিস্থিতিতে আইনি সহায়তা দিতে লিগ্যাল সেল খুলছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে নভেম্বরে দশ দিন রাজ্য জুড়ে জনসভা করবে তৃণমূলের লিগ্যাল সেল। ১১ তারিখ কলকাতা থেকে শুরু হবে কর্মসূচি। দুপুর ৩টেয় মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে মিছিল ও পরে ডোরিনা ক্রসিংয়ে সমাবেশ হবে। বিশেষ নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব মেদিনীপুরে। বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুরে বিজেপির এজেন্সির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে দলীয় কর্মীদের প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা প্রদান করা হবে।

বিজেপির এসআইআর ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে মঙ্গলবার জোড়াসাঁকোর মঞ্চ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, তৃণমূলের লিগ্যাল সেল যে কোনও সমস্যায় সহযোগিতা করবে সাধারণ মানুষকে। এরপর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পদক্ষেপ নেওয়া হল। অভিষেকের নির্দেশ মতো, তৎপর হয় তৃণমূলের লিগাল সেল। ১১ তারিখে বিকেল ৩টা থেকে ডোরিনা ক্রসিংয়ে প্রথম জনসভা। সমাবেশে নেতৃত্ব দেবেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এরপর ২০ নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে সভা করবে লিগ্যাল সেল। নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির যৌথ ষড়যন্ত্রের বিরোধিতায় সাধারণ মানুষকে প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা প্রদান করা হবে।

বিএলওদের কাজ নিয়ে মিথ্যাচার ওড়াল তৃণমূল

প্রতিবেদন : এসআইআর প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ফর্ম বিলির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিএলওদের। এবার এই বিএলওদের কর্মকাণ্ড নিয়েও প্রশ্ন তুলছে কিছু মানুষ। তাদের অভিযোগ, বাড়ি বাড়ি না গিয়ে চায়ের দোকান বা কোনও গাছতলায় বসে ফর্ম বিলি করছেন বিএলওরা! এই অভিযোগ উড়িয়ে দিল তৃণমূল। দলের তরফে মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, বাস্তব ছবিটা কিন্তু অন্যরকম। দেখা যাচ্ছে ঠিকানাগুলো এতটাই এলোমেলো যে তা খুঁজে পেতে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে বিএলওদের। আবার কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বড় বড় বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্টে অজানা অচেনা কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে বিএলওদের সেই বাড়ির সামনে কোথাও বসে ফর্ম বিলি করতে হচ্ছে। আরও একটি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু জায়গায় নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে কাজ করতে অসুবিধে হচ্ছে তাদের। তাই এই সমস্যা দূর করতে কাছে-পিঠে কোনও জায়গায় বসে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাজ সারছেন বিএলওরা। তাই যাঁরা বলছেন বিএলওরা চায়ের দোকানে বসে ফর্ম বিলি করছেন বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন না, তাঁরা যে পুরোটা না জেনে মিথ্যাচার করছেন সে-বিষয়টি স্পষ্ট। শুধুমাত্র মিথ্যাচার করার জন্যই তাঁরা অর্ধেক জেনে বাকি অর্ধেকটা নিজেদের মনের মতো করে তৈরি করে নিচ্ছেন।

৫০টি অনলাইন ফেসলেস পরিষেবা চালু হচ্ছে রাজ্যে

পরিবহণ দফতরের নাগরিকবান্ধব উদ্যোগ

প্রতিবেদন : পরিবহণ পরিষেবাকে আরও দ্রুত, স্বচ্ছ ও নাগরিকবান্ধব করতে বড় পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। এবার রাজ্যের পরিবহণ দফতর চালু করতে চলেছে মোট ৫০টি অনলাইন, ফেসলেস মোটরগাড়ি-সংক্রান্ত পরিষেবা, যেখানে নাগরিকদের আধার যাচাইকরণের মাধ্যমেই সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

এজন্য পরিবহণ বিভাগের বাহন ও সারথি পোর্টাল অবিলম্বে আপগ্রেড করার জন্য পরিবহণ সচিব সৌমিত্র মোহন ইতিমধ্যেই ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টারকে নির্দেশ দিয়েছেন। এই বিষয়ে এনআইসি-কে তিনদিনের মধ্যে একটি অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত ১৪ অক্টোবর পরিবহণ দফতর ও এনআইসি-র শীর্ষ আধিকারিকদের বৈঠকে এই ফেসলেস পরিষেবা চালুর রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

নতুন ব্যবস্থায় নাগরিকরা অনলাইনে আধার যাচাইকরণের মাধ্যমে লার্নার লাইসেন্স, ড্রাইভিং লাইসেন্স নবীকরণ বা প্রতিলিপি, নাম, ঠিকানা, জন্মতারিখ, বায়োমেট্রিক, ছবি বা স্বাক্ষর পরিবর্তন সংক্রান্ত পরিষেবার জন্য আবেদন করতে পারবেন। পাশাপাশি, কন্ডাক্টর লাইসেন্স, গাড়ি রেজিস্ট্রেশন, পারমিট, মালিকানা হস্তান্তর ও আন্তজাতিক ড্রাইভিং পারমিট ইস্যু সম্পর্কিত পরিষেবাগুলিও এই ফেসলেস ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হবে। সেইসঙ্গে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, পরিষেবাগুলি অনলাইন ও ফেসলেস হলেও, পরিষেবার ধরন অনুযায়ী কিছু শর্ত মানতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, লার্নার লাইসেন্স, ড্রাইভিং লাইসেন্স নবীকরণ বা ঠিকানা পরিবর্তনের আবেদনে নিয়ম অনুযায়ী অতিরিক্ত নথি আপলোড করতে হবে। ফেসলেস পরিষেবার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নামের সামান্য বানান সংশোধনের আবেদনই গৃহীত হবে। এই ক্ষেত্রে নাগরিকের তথ্য সরাসরি আধার থেকে নেওয়া হবে এবং তা সম্পাদনাযোগ্য থাকবে না। আধার ও লাইসেন্সের মধ্যে কোনও তথ্যের অসঙ্গতি ধরা পড়লে আবেদন বাতিল হবে।

কিছু পরিষেবা যেমন রেজিস্ট্রেশনের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট, গাড়ির মালিকানা হস্তান্তর ও নির্দিষ্ট পারমিট সংক্রান্ত আবেদন কেবলমাত্র অনলাইনে জমা দেওয়া যাবে ফেসলেস মোডে। এই উদ্যোগে পরিষেবা আরও দ্রুত, স্বচ্ছ ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত হবে। নাগরিকদের অফিসে যাতায়াত কমবে, ফলে সময় ও খরচ দুটোই বাঁচবে।

এসআইআর-আতঙ্কে মানুষের পাশে তৃণমূল কংগ্রেস

সংবাদদাতা, বসিরহাট : এসআইআর-আতঙ্কে যখন দিকে দিকে মানুষ মারা যাচ্ছে তখনই এই ভয় কাটাতে আসরে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকেরা তৈরি করল হেল্প ডেস্ক। একইসঙ্গে সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে মাইকিং প্রচার শুরু করল এসআইআর নিয়ে।

বসিরহাট শহরের প্রাণকেন্দ্র ভবানীপুর টাকি রোডে তৃণমূলের ভোট রক্ষার দাবিতে তৃণমূল এসআইআরের সহায়তা কেন্দ্র খুলেছে। যাদের ২০০২-এর ভোটার লিস্টে নাম আছে সেগুলো যেমন তারা সঠিক নথিপত্র দেখে মিলিয়ে দিচ্ছে, অন্যদিকে যাদের নাম নেই তারাও সেখানে আসছে তাদের সমস্যার কথা নিয়ে। এই ক্যাম্প চলবে আগামী ৩ মাস। রাজ্যে এসআইআর-আতঙ্কে মানুষ যখন দিশেহারা তখন তাদের সাহায্যে ময়দানে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। পরিসংখ্যান বলছে

এখনও পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগনার জেলায় প্রায় ১০০০ জন সিএএ ফর্ম ফিলাপ করেছে। ইতিমধ্যে পাশাপাশি গ্রামে গ্রামে মাইকিং প্রচার চলছে। যেখানে বলা হচ্ছে এসআইআর নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হবেন না। তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব আপনাদের পাশে আছেন। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, বসিরহাট তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বুরাহনুল মুকাদ্দিম ওরফে লিটন, চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আইএনটিটিইউসি সভাপতি এটিএম আবদুল্লা ওরফে রনি-সহ জেলা নেতৃত্ব পুরো বিষয়টা নির্বাচন কমিশনের দেওয়া গাইডলাইন ও নথি দেখছেন এবং সমস্যা সমাধানে সাধারণ মানুষের পাশে আছেন। ইতিমধ্যেই সহায়তাকারিণী শম্পা হালদার বলেন, ক্যাম্পে প্রায় ৫০০ জন সাধারণ মানুষ এসে তাঁদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

6 November, 2025 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঘুম ভাঙল দেরিতে

সাংসদ রাহুল গান্ধী হরিয়ানার ভোটে বিজেপির জালিয়াতি নিয়ে সরব হয়েছেন। তিনি তথ্য-প্রমাণ হাতে নিয়ে দেখিয়েছেন ব্রাজিলের এক মডেলের ছবি এবং নাম ব্যবহার করে ২২টি ভুয়ো কার্ড তৈরি করা হয়েছিল। এইভাবে ভুয়ো ভোটার তৈরি করে হরিয়ানার ভোট-তরণী পেরিয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টি। হিসেব দিয়ে দেখিয়েছেন, যে ভোটার তালিকায় বিজেপি জিতেছে তার প্রায় ২১% ভোটারের নাম এভাবে জালিয়াতি করে তোলা হয়েছে। এর আগে বাংলাতেও দেখা গিয়েছে অন্য রাজ্যের ভোটারদের নাম। তৃণমূল কংগ্রেস নাম ধরে ধরে সেই জালিয়াতি সামনে এনেছে। প্রশ্ন হল, রাহুল গান্ধী এখন কেন বলছেন? এখন কেন সরব হচ্ছেন? দিল্লি, মহারাষ্ট্র কিংবা হরিয়ানার ভোট হয়ে গিয়েছে বহুদিন আগে। বিজেপি এই বিধানসভা ভোটগুলিতে জালিয়াতি করেছে, অনেক আগে থেকে বলছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অর্ধ-শতাব্দীর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা দিয়ে বিজেপির জালিয়াতি ধরতে পেরেছিলেন। কংগ্রেস বা সবজান্তা অন্য বিরোধী দলগুলি জানতে পারল না? কেন এতদিন পরে তাঁদের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হল? কংগ্রেসের নেতৃত্ব কেন বুঝতে পারলেন না যে বিরাট একটি জালিয়াতি চলছে ভোটার তালিকা নিয়ে। আজ তো নয়, প্রায় বছরখানেক আগে থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, ভোট জালিয়াতি করে জিতেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। আর আজ প্রমাণিত হচ্ছে তিনিই সঠিক। একদিকে যেমন ভুয়ো ভোটার ঢোকানোর কাজ চলছে, অন্যদিকে তেমনি বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। দুই ষড়যন্ত্রই প্রথম ধরেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আসলে এই ঘটনা প্রমাণ করে দিচ্ছে মাটিতে নেমে রাজনীতি করেন বলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পেরেছিলেন ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তের গন্ধটা। সেদিন তিনি যা বলেছিলেন আজ তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে।

e-mail থেকে চিঠি

আতঙ্কে ঘুম নেই কমিশন নীরব নিশ্চিন্ত

এসআইআর নিয়ে চিন্তায় ঘুম উড়েছে আলেয়া খাতুনের। বুধবার ভোরের আলো ফুটতেই পাহাড়পুর পঞ্চায়েত প্রধান অনিতা রাউতের দ্বারস্থ বৃদ্ধা আলেয়া। ভোটার কার্ড হারিয়ে গিয়েছে। স্বামীর পরিচয়পত্র কিছুই নেই, হারিয়ে গিয়েছে বলে দাবি আলিয়া খাতুনের। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেন, 'ডেঙ্গুয়াঝাড় এলাকায় ছেলের বাড়িতে এখন রয়েছি। রানিনগর চেওরাপাড়ায় আমার বাড়ি। তাই সকালে প্রধানের কাছে এসেছি।' তিনি আরও বলেন, 'অনেকে বলছে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে। এসআইআর চালু হয়েছে। এখন কী করব বুঝতে পারছি না। তাই প্রধানের দরজায় এসেছি। আমার ও স্বামীর পরিচয়পত্র, ভোটার কার্ড হারিয়ে গিয়েছে। ছেলেমেয়ে নিয়ে পরিবারে ১০ জন। এখন ছেলেমেয়েদের কী হবে!' বৈধ ভোটারদের পাশে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মানুষজনকে সহায়তা করার জন্য ক্যাম্প চালু করেছে দল। তবু এই চিত্র, এই বিভ্রান্তি রাজ্যের সর্বত্র। পঞ্চায়েতের প্রধানদের কাছে ভিড় বাড়ছে বেলা বাড়লেই গ্রামের বাসিন্দাদের। প্রত্যেকেরই চোখেমুখে এসআইআর নিয়ে আতঙ্ক। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।

—টুলু মজুমদার, কোচবিহার

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আর কতবার আমাদের লাইনে দাঁড় করাবেন মোদি-শাহ?

অদ্ভুত এক আঁধার নেমেছে দেশে। যাদের ভোটে মসনদে আজ মোদি-শাহ, বিজেপি তাদেরই ছেঁটে ফেলতে ব্যস্ত। ইলেকশন কমিশন বিজেপির সৌজন্যে এখন ডিলিশন, অমিশন আর এক্সক্লুশন কমিশন। মানুষকে এত হেনস্থা করার ফল কিন্তু পেতেই হবে ওদের। লিখছেন বারাসত কলেজের অধ্যাপক **ড রূপক কর্মকার**

"লাইনেই ছিলাম বাবা, লহমার জন্য ছিটকে গিয়ে খুঁজেই পাই না আর নিজেকে—কী মুশকিলে পড়েছি!" —শঙ্খ ঘোষ

আবার বিভ্রান্ত মানুষ। এই বিভ্রান্তি মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার। আছে দিনের জুমলাবাজিতে মানুষ এমনিতেই তিতিবিরক্ত, তাঁরপর কেন্দ্রীয় সরকারের একের পর এক সিদ্ধান্ত মানুষের পালস আরও কিছুটা যে ঊর্ধ্বমুখী হবে তা আর বলে বোঝাতে হবে না। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একটা সময় ভোটকে উৎসব বলে বিবেচনা করা হত, কারণ মানুষ জানত ভোট এসেছে মানেই নতুন নতুন প্রকল্প হবে, নতুন নতুন রাস্তা হবে, নতুন নতুন শিল্পের সম্ভার আসবে, সর্বোপরি কিছুটা কর্মসংস্থানেরও সুযোগ তৈরি হবে। তবে বিগত কয়েকটি নির্বাচনের আগে বা পরে সেই ভোট উৎসব এলেই জুমলাবাজির কসরতবাজিতে পড়ে সাধারণ মানুষ পিষ্ট হয়, আর যদি কোনও রাজনৈতিক দল সেই দড়ির প্যাঁচ থেকে সাধারণ মানুষকে বের করে নিয়ে আসতে চায়, তবে অন্য কোনও রাজনৈতিক দল সেই প্যাঁচ আরও কষতে শুরু করে। এতদ্‌সত্ত্বেও ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে ভোটাররা যে অস্তিত্ব সংকটে ভুগবে তা কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি।

এতদিন সাধারণ মানুষের প্রতিশোধ বলুন বা কোনও অনুন্নয়ন হলে বা রাজনৈতিকভাবে আক্রান্ত হলে তার জবাব দেওয়ার জায়গাটা ছিল ভোট যন্ত্র। কিন্তু পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে তাতে সেই ভোটাধিকার আদৌও থাকবে কিনা সেই নিয়েও প্রবল সংশয় দেখা দিয়েছে অনেক সাধারণ মানুষের মধ্যে। এতদিন সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা নৈমিত্তিক ধারণা ছিল যে ১৮ বছর বয়স হয়েছে মানে সে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে এবং নির্বাচন কমিশন প্রতিবার বা বলা ভাল প্রতিবছর বিজ্ঞাপন দিয়ে বলত ১৮ বছর পার হয়ে যে সমস্ত যুবক-যুবতী আছেন তাঁরা যেন নিজেদের নামটি ভোটার লিস্টে নথিভুক্ত করেন কিন্তু সাম্প্রতিক এসআইআর বা স্পেশাল ইনটেন্সিভ রিভিশন ঘোষণা হওয়ার পর বিষয়টা এইরকম দাঁড়িয়েছে যে আপনার নামটা যে ভোটার লিস্টে থাকবে তার প্রামাণ্য নথি পেশ করুন।

এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, যখন কোনও ব্যক্তির নাম ভোটার লিস্টে ওঠে অবশ্যই কোনও না কোনও নথি জমা দিয়েই তা হয় তাহলে আবার কেন নথিপত্র দিতে হবে! আর যদি সেখানে কারচুপি হয়ে থাকে তা হলে তার শাস্তিপ্রাপক কারা হবেন?

কেন্দ্রে এক সরকার কাজ করবে, অন্য কোনও রাজ্যে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের সরকার কাজ করবে সেখানে মতানৈক্য হবে, রাজনীতির গল্প হবে সেটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে কোনও দোষও নেই। কিন্তু রাজনীতির এই চক্রব্যূহে পড়ে সাধারণ মানুষগুলোর ক্ষতি হবে কেন?

কেন্দ্রীয় সরকারের কথামতো অনুপ্রবেশ হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যে ফলে জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে, আসল ভারতীয়রা নানান সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। যুক্তিযুক্ত কথা, তবে প্রশ্নটা হল অনুপ্রবেশ যদি হয়ে থাকে তাহলে সীমান্ত সুরক্ষায় কি কোনও ফাঁক থেকে যাচ্ছে? ২০০২-এও এসআইআর হয়েছে তখনও বর্তমান কেন্দ্রীয় দলের পরিচালিত সরকারই ছিল, তখনও কি এইরকম ভয়ের বাতাবরণ ছিল! যদি থাকে বা না-ও থাকে, এখন কেন এতটা ভয়ের পরিবেশে সাধারণ মানুষ রয়েছে? এই ভয় ভাঙানোর দায়িত্ব কি নির্বাচন কমিশনের নয়?

পশ্চিমবঙ্গ কমবেশি ১০ কোটি জনসংখ্যাবিশিষ্ট রাজ্য। কয়েক মাসে এই এসআইএ-র মতো এত বড় কর্মযজ্ঞ কীভাবে সম্ভব যেখানে সাধারণ মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। এখানে একটা মোক্ষম প্রশ্ন থেকে যায় তা হল, বৈধ মানুষ কাগজ দেখাবে তাতে আপত্তি থাকার কথা নয় কিন্তু যাদের ২০০২-এর ভোটার লিস্টে নাম আছে তাদেরও কি আবার কাগজ দেখাতে হবে? যদি দেখাতে হয় তবে কেন?

এইরকম অসংখ্য প্রশ্ন মানুষের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে, মানুষ জানে ২০১৬ সালের নোটবন্দি নিয়ে মানুষের মধ্যে নানান বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল এবং সেই সময়ও মানুষ নানানভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছিল। তারপর করোনার থাবায় বিশ্ব অচল হয়ে গিয়েছিল, কত মানুষের প্রাণ চলে গিয়েছিল। প্রিয়জন হারানোর দুঃখ আজও মানুষ ভুলতে পারেনি। এসআইআর আবারও একটা ধাক্কা হতে চলেছে না তো!

উন্নয়নের কাজকর্ম থমকে যায় যখন ভোটের দামামা বাজে। তার মধ্যে আরও কয়েকটা বছরও যদি এভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয় তাহলে সাধারণ মানুষের ভাগ্যে কি-বা জুটবে? এসআইআর একটি চলমান প্রক্রিয়া সারা বছরই করা যায়, তাহলে ভোটের পর বা যখন সরকার গঠন হয় তারপরে কেন করা হয় না? প্রতিবারই সাধারণ মানুষ কেন ভুক্তভোগী হবে? যাদের ভোটে সরকার হয়, যাদের ভোটে রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা নানান সুবিধা ভোগ করেন সেই ভোটাররাই কেন এমন বিপদে পড়বে? বিজেপি নেতারা তো আরও একধাপ এগিয়ে একটি বিশেষ ধর্মের মানুষদের ছেঁটে ফেলার উদ্দেশ্যে যে এসআইআর হচ্ছে তাও বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াচ্ছেন। এতে বিপদ যে আরও বাড়ছে সেটা কি তাঁরা বুঝতে পারছে না? এই জটিল পরিস্থিতিতে তাঁদের থেকে না হয় সহানুভূতি বা সাহায্য আশা করা যায় না, কিন্তু নির্বাচন কমিশন যারা এই এসআইআর-এর মতো কর্মযজ্ঞ করছে তাদের দিক থেকে আশ্বস্ত করার মতন কোনও সদর্থক বার্তা নেই কেন? ভোট এলে রামরেডরা তাদের বিজ্ঞাপনের ঝুলি নিয়ে নানান কসরত দেখায়, কিন্তু যেখানে মানুষের জীবন-জীবিকার অস্তিত্বের প্রশ্ন সেখানে কেন তাঁরা নিরুত্তর? প্রতিবারই কেন সাধারণ মানুষেরা অগ্নিপরীক্ষা দেবে? কেন বিজেপি সাধারণ মানুষের আত্মবলিদানের ওপর ভর করে তাদের জয়ের পতাকা তুলবে? এইরকম প্রশ্ন শুধু ব্যক্তিগতভাবে আমার বা তৃণমূল কংগ্রেসের নয়, লক্ষ লক্ষ জনতারও।

কম দামে সোনা কেনার টোপ দিয়ে ৫ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিল দুই জালিয়াত। অভিযোগ পেয়ে দু'জনকেই গ্রেফতার করল পঞ্চসায়র থানা

পর্যটন ও বন নিরাপত্তায় জোর রাজ্যের

ঝড়-প্রতিরোধী আধুনিকমানের ওয়াচ টাওয়ার হবে সুন্দরবনে

প্রতিবেদন : সুন্দরবনে তৈরি হতে চলেছে রাজ্যের প্রথম ঝড়-প্রতিরোধী অত্যাধুনিক ওয়াচটাওয়ার। পরীক্ষামূলকভাবে ক্যানিংয়ের মৌখালি সেতুর কাছেই এই টাওয়ার গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। নিরাপত্তা জোরদার করা এবং পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব পর্যটনকে আরও প্রসারিত করাই লক্ষ্য। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছে।

ঝড়-প্রতিরোধী অত্যাধুনিক ওয়াচটাওয়ার নির্মাণ শুরু হওয়ার আগে মাটি পরীক্ষা, স্থাপত্য ও কাঠামোগত নকশা এবং বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করে তা বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে দিয়ে যাচাই করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগ-সংক্রান্ত আনুমানিক হিসেবও অনুমোদন সাপেক্ষে ডিপিআরে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব ও দীর্ঘমেয়াদি সুফল সম্পর্কেও বিস্তারিত বিশ্লেষণ থাকবে প্রতিবেদনে। প্রস্তাবিত টাওয়ারটি দ্বৈত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে। এক, বনরক্ষীরা এখান থেকে বন্যপ্রাণী— বিশেষ করে বাঘ ও হরিণের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। দুই, আবার পর্যটকেরা নিরাপদ দূরত্বে থেকে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। এই ওয়াচ টাওয়ার একদিকে যেমন নিরাপত্তা কাঠামো হিসেবে কাজ করবে, তেমনি এটি হবে একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। এতে দূরবর্তী অঞ্চলগুলির ওপর নজরদারি আরও বাড়বে, অথচ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে না।

মৌখালি সেতুর কাছাকাছি ক্যানিং-১ ও ক্যানিং-২ ব্লকের সংযুক্ত এলাকায় টাওয়ারটি নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। নদী ও বনের সংযোগ অঞ্চলের কাছাকাছি হওয়ায় স্থানটি কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ডিপিআর তৈরির কাজ টেন্ডার বরাদ্দের ৪৫ দিনের মধ্যেই শেষ করতে হবে। তারপরই পরিবেশবিধি মেনে নির্মাণকাজ শুরু হবে। মাটির গুণাগুণ অনুযায়ী টাওয়ারের ভিত্তি ও কাঠামোর নকশা নির্ধারণ করা হবে, যাতে এটি দীর্ঘস্থায়ী ও ঘূর্ণিঝড় সহনশীল হয়। প্রকল্পে আধুনিক আলোকসজ্জা ও যোগাযোগব্যবস্থা স্থাপনের প্রস্তাবও থাকছে। এই টাওয়ারগুলি এমনভাবে তৈরি হবে, যেন তারা সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ গাছের মতো— প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থেকে ঝড়ের মুখেও দৃঢ়ভাবে টিকে থাকতে পারে।

■ দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেব-এর ১৩৪তম জন্মবার্ষিকী উৎসবে নাকতলার শ্রীগুরু আশ্রমে ধর্মীয় সভায় বক্তব্য পেশ করছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ দাস। বুধবার এই অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার ভক্তের সমাগম হয়।

■ উলুবেড়িয়ার খলিসানির মালপাড়ায় এসআইআর-আতঙ্কে মৃত যুবক জাহির মালের বাড়িতে সাংসদ সাজদা আহমেদ। জাহিরের শোকস্তব্ধ পরিবারের পাশে সবসময় থাকার আশ্বাসও দেন সাংসদ।

আরও নামল পারদ এখনও অধরা শীত

প্রতিবেদন : নভেম্বরের শুরু থেকেই নামতে শুরু করেছে পারদ। সকাল ও রাতের দিকে হালকা শীতের আমেজও লাগছে। তবে পাকাপাকিভাবে শীতের আগমন নিয়ে কোনও দিশা দেখাতে পারেনি আবহাওয়া দফতর। বরং দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলাগুলিতে। শুক্রবার সামান্য বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর এই দুই জেলায়। এরপর আবহাওয়া ফের শুষ্ক হবে। চার-পাঁচ দিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা একইরকম থাকবে। শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। দার্জিলিং কালিম্পঙ সহ উপরের দিকের জেলাগুলিতে বেশ কিছুটা রাতের তাপমাত্রা নেমেছে।

ঠাকুরনগরে শুরু অনশন

সংবাদদাতা, বনগাঁ : পূর্ব ঘোষণামতো বুধবার এসআইআরের প্রতিবাদে ঠাকুরনগরে আমরণ অনশনে বসলেন সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘের সদস্যরা। দিল্লি থেকে ভার্চুয়ালি আনুষ্ঠানিকভাবে এই কর্মসূচি শুরুর ঘোষণা করলেন

ঠাকুরবাড়ির সংঘাধিপতি তথা তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। মমতাবালা ঠাকুর ও তাঁর অনুগামী মতুয়াদের দাবি, ২০২৪ সাল পর্যন্ত ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মতুয়া-সহ দেশ ভাগের বলি ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মতুয়াদের ভোটাধিকার দিতে হবে এবং নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দিতে হবে। সেই দাবিকে সামনে রেখে এদিন থেকে ঠাকুরবাড়িতে প্রয়াত বড় মা-র ঘরের সামনে আমরণ অনশন শুরু করলেন মতুয়া মহাসংঘের সদস্যরা।

জন্মবার্ষিকীতে দেশবন্ধু-স্মরণ

■ বিধানসভায় শ্রদ্ধা জানালেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ বিধানসভায় শ্রদ্ধা জানালেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

■ কেওড়াতলায় শ্রদ্ধা জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, সাংসদ মালা রায়, বিধায়ক দেবাশিস কুমার-সহ অন্যেরা।

সমাজের বাঁধন ছিঁড়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ দুই তন্বী

প্রতিবেদন : সাক্ষী থাকল পুরো গ্রাম। সমাজের বেড়াজাল কেটে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন দুই তন্বী। প্রথম আলাপ ফোনে। তারপর তাঁরা একই দলে ড্যান্সারের কাজ করতেন। এভাবেই নিবিড় হয়ে ওঠে তাঁদের সম্পর্ক। দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাটাবার পর তাঁরা বিভোর ছিলেন সংসার পাতার স্বপ্ন। শেষমেশ চার হাত এক হয়। মন্দিরে গিয়ে গ্রামবাসীকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করেন দু'জনে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন সংলগ্ন কুলতলির ঘটনা। জালাবেড়িয়া ১ নম্বর অঞ্চলের পালের চকমন্দির প্রাঙ্গণে অভিনব এই বিয়ে দেখার জন্য থিকথিকে ভিড়। বর-বউয়ের সাজে হল মালাবদল, সিঁদুরদান, বাঁধা পড়লেন সাতপাকে। মন্দিরবাজারের রামেশ্বরপুরের বাসিন্দা বর রিয়া সর্দার। কনে রাখি নস্কর বকুলতলা থানার বাসিন্দা। উভয়েই পেশায় ডান্সার। রিয়া জন্মের পরেই বাবা-মাকে হারায়। মাসি-মেসোর কাছে মানুষ। গদা মথুরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে নৃত্যকেই পেশা করেন তিনি। আর রাখি জামতলা ভগবানচন্দ্র উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে। তাঁর বাড়িতে রয়েছেন মা-বাবা ও দাদা-বৌদি। ধর্মীয় রীতি মেনেই সাঙ্গ হল বিয়ে। ভয়-সঙ্কোচ দূরে সরিয়ে মাথায় টোপর ও মুকুট পরে বিয়ের আসরে তাঁরা শপথ নিলেন, জীবনভর একসঙ্গে কাটানোর। বললেন, জীবনের পথে চলতে গেলে ভালবাসাটাই আসল। কাকে ভালবাসছি, সেটা বড় কথা নয়।

উলুবেড়িয়ায় পুকুর থেকে ছাত্রীর দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, হাওড়া : বাড়ির পাশের পুকুর থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে বুধবার চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উলুবেড়িয়ার বাণীতলা এলাকায়। পুলিশ জানায়, মৃতার নাম রিয়া প্রামাণিক (৭)। মঙ্গলবার স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে বিকালে প্রতিদিনের মতোই বাড়ির কাছেই সাইকেল চালাচ্ছিল ছোট্ট রিয়া। তারপর থেকে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায় সে। সন্ধ্যায় বাড়ির লোকেরা উলুবেড়িয়া থানায় মিসিং ডায়েরি করেন। পুলিশ, বাড়ি ও পাড়ার বাসিন্দারা তন্নতন্ন করে রিয়ার খোঁজ করেন। এদিন বাড়ির পাশের পুকুরে ভেসে ওঠে রিয়ার নিথর দেহ। উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্ত।

রাজ্য
6 November, 2025 • Thursday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মধ্য হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূলের উদ্যোগে চালু হওয়া ওয়াররুম পরিদর্শন করলেন মন্ত্রী অরূপ রায়। সুশোভন চট্টোপাধ্যায়, অভিষেক চট্টোপাধ্যায়-সহ দলীয় নেতৃত্ব

ছাব্বিশেই যোগ্য জবাব, বিজেপির বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিল তৃণমূল

■ চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়। এসআইআরের নামে চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। এছাড়াও ছিলেন বিধায়ক অসিত মজুমদার, অসীমা পাত্র, অরিন্দম গুঁই, মৌসুমি চট্টোপাধ্যায়।

প্রতিবেদন : এসআইআরের নামে বিজেপি ও কমিশনের যৌথ চক্রান্তের বিরোধিতায় গর্জে উঠল হুগলি তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে এবং চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের উদ্যোগে বুধবার চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে অনুষ্ঠিত হল প্রতিবাদী সমাবেশ। এই প্রতিবাদী সমাবেশ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপিকে নিশানায় তোপ দাগে, ২০২৪-এর পর হাফ পাগল হয়ে গিয়েছে দলটা। ২০২৬-এ ওরা ফুল পাগল হয়ে যাবে। বাংলার মানুষ ওদের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দেবে। বাংলায় কথা বললেই বিজেপিশাসিত রাজ্যে মারধর করা হচ্ছে। এবার ভোটে তার যোগ্য জবাব পাবে বিজেপি।

এদিনের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, বিধায়ক অরিন্দম গুঁই, অসীমা পাত্র-সহ হুগলি জেলার তৃণমূল নেতা-নেত্রীরা। প্রতিবাদী মঞ্চ থেকে ধনিয়াখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র একহাত নেন গদ্দার অধিকারীকে। তিনি বলেন, যদি বাপের ব্যাটা হও, তুষার মজুরদারকে জাল টপকে দাও, বেড়া টপকে দাও। তারপর বিজেপির বিধায়ক অসীম সরকার, সাংসদ জগন্নাথ সরকারকেও নিশানা করেন। বলেন, কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ভারতবর্ষে না জন্মালে ভোটাধিকার নেই। তাহলে এঁরা কী করে ভারতে ভোট দেবেন? নীতীশ প্রামাণিকেরই বা জন্ম কোথায়, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, বিজেপি বলছে রোহিঙ্গাদের তাড়াব, বাংলাদেশিদের তাড়াব। তাহলে বাংলাদেশ ও মায়ানমার সীমান্তবর্তী ভারতের অন্য রাজ্যগুলিতে এসআইআর করা হল না কেন? কেন শুধু বাংলা ও বিজেপি-বিরোধী রাজ্যগুলিতে এসআইআর তারও জবাব দিতে হবে।

■ রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে সোনার বেশে অলঙ্কৃত প্রভু জগন্নাথ। বুধবার বাগবাজারের জগন্নাথদেব মন্দিরে এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। — শুভেন্দু চৌধুরী

■ বনগাঁ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির সহযোগিতায় এসআইআরের মাধ্যমে ভোটারদের নাগরিক অধিকার কাড়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে মহামিছিল ও রামনগর রোড মোড়ে প্রতিবাদসভা। ছিলেন বিশ্বজিৎ দাস, গোপাল শেঠ, নারায়ণ ঘোষ, মনোতোষ নাথ এবং দলীয় নেতা-কর্মীরা।

কন্ট্রোল রুম খুললেন জ্যোতিপ্রিয়

সংবাদদাতা, হাবড়া : এসআইআর নিয়ে মানুষের সুবিধার্থে বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক খুললেন কন্ট্রোল রুম। শুরু থেকেই এসআইআরের তীব্র বিরোধিতা করেছে তৃণমূল। ৪ নভেম্বর থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে এসআইআর। এই আবহে বৈধ ভোটারদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় তা নিয়ে হাবরায় খোলা হল কন্ট্রোলরুম। পঞ্চায়েত-সহ পুরসভা এলাকাগুলিতে এই কন্ট্রোল রুমগুলি থাকবে তৃণমূলের কর্মীরা। যে কোনও প্রয়োজনে মানুষের পাশে থাকতেই এই উদ্যোগ নিলেন হাবরার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তাঁর দাবি মানুষের সমস্যার দিনে কোনও রাজনৈতিক রং না দেখে বিধায়ক হিসেবে আমার পাশে দাঁড়ানো উচিৎ। তাই এই উদ্যোগ।

■ কার্তিক পূর্ণিমার পুণ্য তিথি ও দেব দীপাবলি উৎসবে মা গঙ্গার উদ্দেশ্যে ২১ হাজার প্রদীপ জ্বালিয়ে বুধবার নিমতলা ভাসান ঘাটে আরতি। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ শশী পাঁজা, বিধায়ক সুপ্তি পাণ্ডে, বরো চেয়ারম্যান সাধনা বসু, এনকেডিএ-র চেয়ারম্যান শোভন চট্টোপাধ্যায়, সমাজসেবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেয়া পাণ্ডে, ক্রীড়া সংগঠক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্টরা। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ২০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিজয় উপাধ্যায়।

■ ত্রিপুরা বিধানসভার লাইব্রেরি স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হলেন রাজ্য বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু-সহ অন্যেরা। বুধবার বিধানসভায়।

■ এসআইআর চক্রান্ত ঠেকাতে বেলুড়ের ওয়াররুমে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে বালির বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়।

■ এসআইআর চক্রান্ত ঠেকাতে আমতার জয়পুরে চালু হওয়া ওয়াররুমে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে বিধায়ক সুকান্ত পাল। বুধবার।

■ দেব দীপাবলি উপলক্ষে বুধবার দক্ষিণ হাওড়ায় গঙ্গার ঘাটে প্রদীপ প্রজ্বলন অনুষ্ঠানে বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি।

বারুইপুরে শুরু মিলন মেলা

সংবাদদাতা, বারুইপুর : আজ থেকে শুরু হল বারুইপুর মিলন মেলা। দেখতে দেখতে ১৬তম বর্ষে পা দিল এই মেলা। শুধু রাজ্য নয় দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে স্টল আসে এই মেলায়। আনুষ্ঠানিকভাবে বুধবার মেলার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সায়নী ঘোষ-সহ একাধিক ব্যক্তিত্ব। বারুইপুর নিউ ইন্ডিয়ান মাঠে একমাসব্যাপী চলবে এই মেলা। মেলার কর্ণধার সঞ্জীব সরকার বলেন, বাংলা ও ভিন রাজ্য মিলিয়ে মোট ৬৬টা স্টল আছে এই মেলায়। ছোট-বড় মিলিয়ে ১৬টিরও বেশি রাইড রয়েছে, যা সাধারণত বিভিন্ন ডিজনিল্যান্ডে পাওয়া যায়। প্রতিদিন সাড়ে তিনটে থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত চলবে এই মেলা। এবারে মেলার বিশেষ আকর্ষণ ইন্দোনেশিয়ার শিল্পী দ্বারা পরিচালিত জলপরি শো, সুনামি রাইড। এছাড়া থাকছে টোরাটোরা, ব্রেক ডান্স, ড্রাগন ট্রেন, জাম্পিং ফ্রগ, জায়েন্ট হুইল। থাকছে ভূরিভোজের ব্যবস্থাও। বাংলাদেশের পিঠেপুলি থেকে ঢাকাই পরোটা, চাট মশলা থেকে আরম্ভ করে বাদাম-গুড়, জিলাপি— সবই থাকছে মেলায়। শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাট থেকে শিল্পীরা এসেছেন কাঁথা স্টিচের ডালি নিয়ে। মেলা ঘিরে থাকে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং প্রচুর নিরাপত্তাকর্মী। ঠান্ডার শুরুতেই এরকম একটা মেলা উপহার পেয়ে খুশি বারুইপুরবাসী।

মালদহে জালনোট উদ্ধার। কালিয়াচক থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ল দুই পাচারকারী। ধৃতেরা বৈষ্ণবনগরের সবদলপুর এলাকার বাসিন্দা

সহায়তা শিবির

● এসআইআর সংক্রান্ত সহায়তা শিবির হল ইটাহারে। বুধবার এই শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক বিধায়ক মোশারফ হোসেন। ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান বিলকিস পারভিন, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কার্তিক দাস, সহ সভাপতি পলাশ রায়, তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি সাহেরুল হক প্রমুখ।

জাল শংসাপত্র

● জাল শংসাপত্র মামলায় আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন থানার পুলিশ। বুধবার ভোরে তল্লাশি চালিয়ে চাঁদমনি থেকে রাধেশ্যাম প্রসাদ ও দীপককুমার সাহ-কে গ্রেফতার করা হয়। তারা উদ্দেশ্যহীন ভাবে একটি স্কুটিতে ঘোরাফেরা করছিল তখনই পুলিশের সন্দেহ হয়। ধৃতদের তল্লাশি করে পাঁচটি জাল জন্ম শংসাপত্র ও মোবাইল ফোনে একাধিক ভুয়ো নথির ছবি উদ্ধার হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে আরও তিনজনের নাম— মহেশ সাহ, সুজিত রংদার ও রাজীব ছেত্রী। এরপর পুলিশ প্রধান নগর এলাকা ঘিরে ফেলে এবং সেখান থেকে তাদেরও গ্রেফতার করে। তল্লাশিতে উদ্ধার হয় ছ'টি নকল জন্ম শংসাপত্র-সহ আরও একাধিক নথি। পুলিশের অনুমান, এদের মূল যোগসূত্র রয়েছে আগেই ধৃত বাগডোগরার লালন কুমার ওঝা-র সঙ্গে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে ভুয়ো নথি তৈরি, সরকারি প্রতারণা এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

তৃণমূলে যোগদান

● বামশিবিরে ভাঙন। বুধবার মোথাবাড়ি বিধানসভার বাঙ্গিটোলার জানুটোলা গ্রামে প্রায় ৫০ জন সিপিএমকর্মী বৃহস্পতিবার যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা দেন বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন। ছিলেন মালদহ জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ফিরোজ শেখ- সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। দলবদলকারীদের ফুল-উত্তরীয় দিয়ে বরণ করা হয়। সিপিমের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে যোগদানকারীরা বলেন, সিপিএমে থেকে কাজ করা সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে সাক্ষী হতেই যোগদান।

ফর্ম না নিয়ে ভুল করবেন না ছিটমহলবাসীকে বললেন উদয়ন

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বিজেপির উদ্দেশ্য নাম বাদ দেওয়া, ফর্ম না নিয়ে ভুল করবেন না, সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দাদের বোঝালেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া শুরু করেছেন। কিন্তু আতঙ্কে সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দারা ফর্ম নিতে চাননি। তাঁরা বলেন, যা নেই তা দেব কোথা থেকে? মঙ্গলবার তাই এনুমারেশন ফর্ম ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দারা। নির্বাচন কমিশন সুরাহা করুক বলেও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তাঁরা। কিন্তু এই ফর্ম না নিলে কী সমস্যা হতে পারে? বিরোধীরা কী ধরনের চক্রান্ত করতে পারে বিজেপি বুধবার দিনহাটার সাবেক ছিটমহল পোয়াতুরকুঠি ও করোনাতে গিয়ে সরল ওই বাসিন্দাকে বোঝালেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দাদের এসআইআর সম্পর্কে বোঝালেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। এরপরে বুধবার দিনহাটার সাবেক ছিটমহল করলা ও পোয়াতুরকুঠির বাসিন্দাদের সাথে দেখা করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। বুধবার দুপুরে মন্ত্রী সাবেক ছিট মহলে গিয়ে বাসিন্দাদের সাথে কথা বলেন। এর আগে লোকসভা বিধানসভার নির্বাচন থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত নির্বাচন সব নির্বাচন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন সাবেক ছিটমহলবাসীরা। মন্ত্রী উদয়ন গুহের নির্দেশ, ছিটমহল বাসিন্দাদের এসআইআর এনুমারেশন ফর্ম নিতে হবে। মন্ত্রী উদয়ন গুহ বুধবার পোয়াতুর কুঠিতে গিয়ে সাবেক ছিটমহল বাসিন্দাদের এসআইআর এনুমারেশন ফর্ম নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দাদের আপত্তি ছিল, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম নেই, কারণ তাঁরা ২০১৫ সালের পরে ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে পরে ভারতীয় নাগরিক হয়েছেন। তাঁদের দাবি, নির্বাচন কমিশন প্রথমে ছিটমহল বাসিন্দাদের জন্য একটি স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করুক, তারপরই তারা এনুমারেশন ফর্ম নেবেন। এই অচলাবস্থা মেটাতে মন্ত্রী উদয়ন গুহ ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি বাসিন্দাদের এসআইআর ফর্ম নেওয়ার জন্য রাজি করান। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, বিজেপি চাইছে আপনাদের নাম বাদ দিতে, তাই ফর্ম না নিয়ে ভুল করবেন না। তিনি স্থানীয়দের আশ্বাস দেন যে বিএলও-কে ডেকে তাঁদের ফর্ম নেওয়া হবে এবং সঠিকভাবে ফর্ম পূরণ করে জমা দেওয়া হবে।

■ ছিটমহলের বাসিন্দাদের পাশে মন্ত্রী উদয়ন গুহ। বোঝালেন ফর্ম নেওয়া প্রয়োজন।

> **বিজেপির উদ্দেশ্য নাম বাদ দেওয়া**
> উদয়ন গুহ

এসআইআরের নামে ষড়যন্ত্র, প্রতিবাদে পথে তৃণমূল

সংবাদদাতা,মালদহ : এসআইয়ের নামে ভোটাধিকার ছিনিয়ে নিতে চাইছে ভোটাধিকার। কেন্দ্রের বিজেপির এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পথে নামল তৃণমূল। বুধবার সন্ধ্যায় গাজোলে। গোটা মালদহ জুড়ে উঠল প্রতিবাদের ঝড়। মিছিলে পা মেলালেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ। এদিন গাজোলের ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ফুটবল ময়দান থেকে বিশাল মিছিলটি শুরু হয়ে ৮১ নম্বর জাতীয় সড়ক পরিক্রমা করে কদুবাড়ি মোড়ে এসে শেষ হয়। পরে সেখানকার এক বেসরকারি লজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ সভা। সভা মঞ্চে বিজেপি নেতৃত্ব এবং কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন তৃণমূল নেতারা। এসআইআরের মাধ্যমে বাঙালিদের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করেন বক্তারা। গদ্দার অধিকারী ও হাফ মিনিস্টারের বিরুদ্ধেও তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। ছিলেন মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি, সহ-সভাপতি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, যুব সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস, গাজোল ব্লক সভাপতি রাজকুমার সরকার, যুব সভাপতি সুরজিত সাহা ও শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম।

আদিবাসী সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যোগ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : আদিবাসী সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজ্যের বিশেষ উদ্যোগ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে মেটেলিতে সূচনা হল

■ সূচনায় মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক।

জেলাস্তরীয় বার্ষিক আদিবাসী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। বুধবার এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক। ছিলেন প্রবীন লামা, কৃষ্ণা রায় বর্মন, রেজাউল বাকি, স্নেমিতা কালান্দি, বাবু হাসান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আদিবাসী সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যকে তুলে ধরতে স্থানীয় শিল্পীরা মনোজ্ঞ নৃত্য, গান ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করেন।

রাসচক্র ঘুরিয়ে মদনমোহনের রাসের সূচনা

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরে বুধবার সন্ধ্যায় রাজ আমলের রীতি মেনে রাসচক্র ঘুরিয়ে উৎসবের সূচনা করলেন কোচবিহারের জেলাশাসক ও দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি রাজু মিশ্র। জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার এক সঙ্গে এদিন মদনমোহন মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি হয়ে পুজো দিয়েছেন। জেলাশাসক রাসচক্র ঘুরিয়ে ভক্তদের জন্য মন্দিরের গেট ফিতে কেটে খুলে দেন। এরপরে ভক্তদের ঢল নামে মন্দিরে। মদনমোহন ঠাকুরের রাসযাত্রা ঘিরে ১৫ দিন ব্যাপী এই রাসমেলায় গোটা রাজ্যের এমনকী নেপাল ভুটান অসম থেকে পর্যটকরা আসেন। এবছর প্রায় আড়াই হাজার ব্যবসায়ী তাদের দোকান নিয়ে মেলায় বসবেন। কোচবিহারের ইতিহাস থেকে জানা যায় কোচবিহারের মহারাজাদের কুলদেবতা মদনমোহন ঠাকুরের রাসযাত্রা উৎসব আগে হত রাজবাড়িতে। প্রথমে ভেটাগুড়ি পরে কোচবিহার শহরের মাঝে রাজপ্রাসাদেও রাসযাত্রার অনুষ্ঠান হয়েছিল। ১৮৮৯ সালের পরে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ যখন মদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তখন থেকে মন্দির চত্বরে রাস উৎসব শুরু হয়েছিল। এরপর থেকে আজও রাস উৎসব ঘিরে এই মন্দির চত্বরে বিরাট আয়োজন করা হয়। এ বছরও পুলিশি নিরাপত্তায় বিগ্রহ মন্দিরের বারান্দায় রাখা হয়েছে। রাসচক্র ঘোরাতে ও রাসমেলায় প্রথম দিনই দলে দলে ভক্ত ভিড় করেছেন।

■ রাসচক্র ঘোরাচ্ছেন জেলাশাসক রাজু মিশ্র।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

6 November, 2025 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

এসআইআর : ব্লকের ভোটারদের নিয়ে পাড়া বৈঠকে অঞ্চল সভাপতি

সংবাদদাতা, ডেবরা : বুধবার সন্ধ্যায় পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের ৩ নং সত্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাড় ঝিকুরিয়া বুথে এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে সন্ধ্যায় পাড়ায় ক্যাম্প বসালেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি চন্দন বেরা। এলাকার অধিকাংশ মানুষ দিনমজুর। সারাদিন তাঁদের অনেকেই বাড়ি থাকেন না, সবাই কাজে চলে যান। তাই সন্ধ্যায় এসআইআর সংক্রান্ত ফর্মপূরণ এবং তার নিয়মগুলি গুরুত্ব সহকারে বোঝানো হল শিবির করে। অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি বলেন, বিএলওরা বাড়ি গিয়ে ফর্ম দেবেন, তা ঠিকমতো পূরণ করে দেবেন। কেউ আতঙ্কিত হবেন না। তাঁর সঙ্গে ছিলেন যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি হাসিরুদ্দিন খান-সহ অন্যরা।

সহযোগিতায় উপপ্রধান

সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা : চন্দ্রকোনা ২ ব্লকের ভগবন্তপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ভোটারদের সহযোগিতায় হয়েছে তৃণমূলের একাধিক হেল্প ডেস্ক। মহেশপুর প্রাইমারি বুথের হেল্প ডেস্কে ভোটারদের সাহায্যে পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনাজুর মোল্লা-সহ বুথ তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা ভোটারদের এনুমারেশন ফর্মপূরণ করে দিচ্ছেন।

শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়তে একজোট হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ, শিল্পসংস্থা

১৭ কোটিতে দ্রুত হবে অত্যাধুনিক ড্রেন

তুহিনশুভ্র আগুয়ান ● হলদিয়া

রাজ্যের শিল্প মানচিত্রে উজ্জ্বল নাম হলদিয়া। সেই শিল্পশহর হলদিয়ার একাধিক সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী প্রশাসন। শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে এবার স্থানীয় শিল্পসংস্থা এবং প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে ১৭ কোটি টাকায় অত্যাধুনিক মানের ড্রেন গড়ে উঠতে চলেছে হলদিয়ায়। ইতিমধ্যে হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের তরফে এই উদ্যোগের কথা বিভিন্ন শিল্পসংস্থাকেও জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, হলদিয়ার সিটি সেন্টার থেকে দুর্গাচক পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটার রাস্তার পাশে ৬-৭টি শিল্প কারখানা অবস্থিত। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকার ড্রেনেজ সিস্টেম ব্যাহত। এর আগে একাধিকবার ওই রাস্তার ধারে অবস্থিত শিল্পকারখানাগুলির তরফে হলদিয়া পুরসভা, এমনকি হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের কাছে সঠিক ড্রেনেজ সিস্টেমের দাবি জানানো হয়। এবার তাদের দাবি মেনে অত্যাধুনিক মানের ড্রেন তৈরি হতে চলেছে হলদিয়ায়। ইতিমধ্যে তার

যাবতীয় প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। মূলত ওই এলাকায় বর্ষার সময় জল জমে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। ফলে কারখানাগুলিকে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এবার এর থেকে কিছুদিনের মধ্যেই সুরাহা মিলবে বলা যায়। হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের তরফে আগামী বছরের আগেই এই ড্রেন তৈরির কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৬ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে অত্যাধুনিক মানের ড্রেন গড়ে তোলা হবে হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ এবং এলাকার শিল্পসংস্থাগুলির যৌথ উদ্যোগে। ইতিমধ্যে পর্ষদের এই প্রস্তাবে সাড়াও দিয়েছে শিল্পসংস্থাগুলি। বেশ কিছুদিন আগে এই নিয়ে পর্ষদ কর্তারা নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেন। এর পরেই অত্যাধুনিক মানের ড্রেন তৈরির প্রস্তুতি তুঙ্গে। জানা গিয়েছে, ওই রাস্তার ধারে পেট্রোকেমিক্যালস, বিপিসিএল, ধানসারি, কেপিসিএল, লালবাবার মতো একাধিক বড় কারখানা রয়েছে। অত্যাধুনিক মানের এই ড্রেন তৈরি হলে অনেকাংশে সুবিধা হবে মনে করছেন এই সমস্ত কারখানা কর্তৃপক্ষ। সাধারণভাবে হলদিয়ার অন্যান্য এলাকায় ড্রেনেজ সিস্টেম সচল রাখতে বছরে একবার পরিষ্কার করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে এই অত্যাধুনিক ড্রেন তৈরি হলে বছরের পর বছর অনায়াসে চলবে। হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান জ্যোতির্ময় কর বলেন, হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ ও কারখানা কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে এই অত্যাধুনিক ড্রেন তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। শিল্প কারখানাগুলি এতে সায় দিয়েছে। ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে খুব শিগগিরই এই ড্রেন গড়ে তোলা হবে।

এসআইআর সহায়তা শিবিরে শতাব্দী হয়রানি ছাড়া কিছুই দিতে পারেনি কেন্দ্র

সংবাদদাতা, সিউড়ি : বুধবার বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায় দুবরাজপুর ব্লকের বিভিন্ন এসআইআর সহায়তা শিবির ঘুরে দেখে বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সাধারণ মানুষকে হয়রানি ছাড়া কিছুই দিতে পারেনি। নোটবন্দির সময় মানুষকে দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে হয়েছে। আধার কার্ড তৈরির সময় দীর্ঘ লাইন দিতে হয়েছে। কথা দিয়েছিল কালো টাকা বিদেশ থেকে নিয়ে এসে সাধারণ মানুষের মধ্যে দেওয়া হবে, সে কথাও রাখতে পারেনি। ওদের ভাবনা, পদক্ষেপ একটাও মানুষের উপকারে

■ তৃণমূলের সহায়তা ক্যাম্পে সাংসদ শতাব্দী রায়।

লাগেনি। উল্টে সাধারণ মানুষকে দিনের পর দিন বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। এসআইআর নিয়েও দেখা যাচ্ছে কোথাও বিএলও-র নাম নেই। কোথাও নতুন ভোটার তালিকা প্রকাশ করার পর দেখা যাচ্ছে ১৩৬ জনের নাম বাদ। আবার কোথাও দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ ভোটার তালিকাই প্রকাশ করা হয়নি। বিষয়টি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরে আনা হয়েছে। যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে তাঁদের ফর্ম এই মুহূর্তে পূরণ করা হবে না। বিজেপির রাজ্য নেতারা জেলার নেতাদের কথা শুনে এই কাণ্ড ঘটাচ্ছেন। শিবিরে মানুষের যেসব সমস্যা উঠে আসবে পরবর্তী ক্ষেত্রে সেগুলি সমাধান করা হবে।

তৃণমূলের সহায়তাকেন্দ্রে মন্ত্রী

সংবাদদাতা, সবং : মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং বিধানসভা কেন্দ্রে ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে করা হয়েছে সহায়তা কেন্দ্র। এসআইআর প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করার জন্য ল্যাপটপ নিয়ে বসেছেন বিএলএরা। বুধবার সেই সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন সবংয়ের বিধায়ক তথা সেচমন্ত্রী মানসরঞ্জন ভূঁইয়া। বিএলএদের নির্দেশ দেন এলাকার মানুষকে এসাইআর নিয়ে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার জন্য।

■ সহায়তাকেন্দ্রে ডাঃ মানসরঞ্জন ভুঁইয়া।

মানুষকে সতর্ক করলেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, সিউড়ি : রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশের পরেই সিউড়ি তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে এসআইআর নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে খুলে গেল ওয়ার রুম। সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরির নজরদারিতে তৃণমূল কর্মীরা ওয়ার রুমে দিনরাত পরিষেবাদানে ব্যস্ত। সিউড়ি পুর এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলরদের মাধ্যমে রিপোর্ট আসছে। পাশাপাশি ব্লক এবং অঞ্চল থেকে রিপোর্ট সংগ্রহের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। পঞ্চায়েতে ভোটার সুরক্ষা বুথের তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মানুষের কাছে ফর্ম পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় কাদের নাম বাদ ছিল সেই তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কর্মীদের। মানুষের মধ্যে আতঙ্ক এবং বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্যই বিজেপির মদতে নির্বাচন কমিশন এসআইআর করছে। বিধায়কের আরও অভিযোগ, যখনই কোনও নির্বাচনের সময় আসে তখনই একটা করে ষড়যন্ত্র শুরু করে বিজেপি। উদ্দেশ্যই হল মানুষকে ভয় দেখানো। ভোটের সময় দিল্লি থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল পাঠিয়েও সেই চেষ্টা করে। বিজেপি সরকার বাংলার বুকে আতঙ্কের সৃষ্টি করলেও মানুষ কিন্তু প্রত্যেকবারই বিজেপির এই আতঙ্ককে উপেক্ষা করে তৃণমূলকে বিপুল ভোটে জয়ী করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসান। আতঙ্ক তৈরি করে বৈধ ভোটারকে ছলচাতুরি করে বাদ দিয়ে নির্বাচন কমিশন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের কথায় ভোটার তালিকা প্রকাশ করলে তৃণমূল কংগ্রেস চুপ করে থাকবে না।

■ সিউড়ির তৃণমূল কার্যালয়ে বিকাশ রায়চৌধুরি।

জগন্নাথধামে প্রথমবারের রাস উৎসবে উন্মাদনা

সংবাদদাতা, দিঘা : দিঘার জগন্নাথধামে এই প্রথম রাস উৎসব পালিত হল বুধবার। আর এই উপলক্ষে সকাল থেকেই ভক্তদের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে উঠতে দেখা যায়। কাতারে কাতারে মানুষজন এদিন সকাল থেকে জগন্নাথধামে ভিড় করেন। সকালে মঙ্গলারতির মাধ্যমে যাবতীয় ধর্মীয় রীতিনীতির সূচনার পর বিভিন্ন ভক্তিমূলক কর্মসূচিতে মেতে ওঠেন ভক্তেরা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের ঐশ্বরিক রাসলীলা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করতে লাইন ধরে তাঁরা প্রবেশ করেন জগন্নাথধামে। দুপুরে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক হয়। সেখানে বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রের জল ব্যবহার করা হয়। এরপর নতুন পোশাকে সাজানো হয় দেবদেবীদের। এদিন ৫৬ ভোগ অর্পণ করা হয়

■ রাসে বিশেষ সাজে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা।

শ্রীকৃষ্ণকে। যেখানে ছিল বাংলার বিভিন্ন পদ। এদিন সকাল থেকেই কীর্তন ও শাস্ত্রীয় নৃত্যের মাধ্যমে ভরে ওঠে জগন্নাথধাম চত্বর। সন্ধে থেকে

দিঘা

রংবাহারি আলোয় সেজে ওঠে গোটা মন্দির। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে ফুল-মালা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়। গোধূলিবেলায় কয়েক হাজার প্রদীপ জ্বালা হয় জগন্নাথধামে। খোল-করতালের মধুর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা প্রাঙ্গণ। রাস উৎসবের জন্য জগন্নাথধাম থেকে তিনটি রথ বের করে মাসির বাড়িতে রাখা হয়। সেই জায়গাতেই পালিত হয় রাস উৎসবের যাবতীয় রীতিনীতি। দিঘা জগন্নাথধাম ট্রাস্টের সদস্য রাধারমণ দাস বলেন, জগন্নাথ ধামে এই প্রথম রাস উৎসব। তাই সকাল থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যক্রম পালন করা হয়। দূরদূরান্তের মানুষজন এখানকার রাস উৎসব প্রত্যক্ষ করতে ভিড় জমান।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রায়নার খালেরপুল বাজারে চায়ের দোকানে চা-বিস্কুট খেয়ে ‘ভাল নয়’ বলে হঠাৎই বাঁশ দিয়ে দোকানি ফরিদালি শেখের (৫০) মাথায় আঘাত করায় তাঁর মৃত্যু হয় এক বেসরকারি নার্সিংহোমে। ধৃত অভিযুক্ত হোসেন মোল্লা

আমার বাংলা
6 November, 2025 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

মানুষের দাবিতে নির্মীয়মাণ রাস্তার কাজ বন্ধ করে তৃণমূল কর্মীদের মারধর বাম-দুষ্কৃতীদের

বাংলার উন্নয়নে সিপিএমের গাত্রদাহ

সংবাদদাতা, সিউড়ি : বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন যে সিপিএমের গাত্রদাহের কারণ তা ফের প্রমাণিত হল। মুখ্যমন্ত্রী গ্রামবাংলার মানুষদের চাহিদামতো উন্নয়ন পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছেন তা সিপিএমের পছন্দ নয়। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচির আওতায় গ্রামে চলছিল সরকারি টাকায় রাস্তা তৈরির কাজ। স্থানীয় সিপিএম নেতাদের কেন জানানো হয়নি এই দাবিতে সেই কাজ বন্ধ করে তৃণমূলের উপর হামলা চালাল সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতী বাহিনী। বীরভূমের মহম্মদবাজার থানার ভেজাইনা গ্রামের এই ঘটনায় আহত হন দুই তৃণমূল কর্মী জান আলি ও লাল বাবু। তাঁদের সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। বিরাট পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহত তৃণমূল কর্মী লাল বাবু জানান, বুধবার সকালে পাকা রাস্তার কাজ চলছিল, সেই সময় স্থানীয় কিছু সিপিএম-আশ্রিত দুষ্কৃতী বীরু খাঁ, রাজেশ খাঁ, শের আলি খাঁ বাঁশ, লোহার রড, হাঁসুয়া নিয়ে আক্রমণ করে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ব্যাপক মারধর করা হয়। আমার এক আত্মীয় বাধা দিতে এলে তাঁর মাথায় হাঁসুয়ার কোপ দেওয়া হয়। এরপর আহত অবস্থায় আমাদের ফেলে রেখে পালিয়ে যায় সিপিএমের দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি বলেন, ৩৪ বছর ধরে সিপিএম দুষ্কৃতী দিয়ে মানুষের উপর অত্যাচার করে গিয়েছে। ক্ষমতা হারানোর পরেও অত্যাচারের অভ্যাস বদলায়নি। পাড়া শিবির চলাকালীন ওই গ্রামের বাসিন্দারা তাঁদের পাকা রাস্তার প্রয়োজনের কথা জানালে সেই দাবি মেনেই পাকা রাস্তাটি তৈরি হচ্ছিল। শুনেছি সিপিএম-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা টাকা দিতে হবে, না দিলে কাজ করা যাবে না এই হুমকি দিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়। আমাদের কর্মীদের পেটায়। বোঝা যাচ্ছে সিপিএম তাদের বদভ্যাস এখনও পরিত্যাগ করতে পারেনি। পুলিশ অভিযুক্ত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নিক। বীরভূমের পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ জানিয়েছেন, অভিযোগ পেলেই অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

■ সিপিএম দুষ্কৃতীদের হাতে মার খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি দুই তৃণমূল কর্মী।

উদাসীন রেল ঝাড়গ্রামে ক্রমশ কমছে পর্যটক

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : জঙ্গলমহলের জেলা ঝাড়গ্রাম রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে এক বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। নদী, ঝরনা, পাহাড় ও জঙ্গলের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সারা বছর ধরে পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে। জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে বেড়েছে হোটেল ও হোমস্টে। অভিযোগ, হাওড়া-টাটা শাখায় ট্রেন চলাচল অনিয়মিত হওয়ায় চলতি বছরে পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তাই নিয়মিত ট্রেন পরিষেবার দাবি জানিয়ে ঝাড়গ্রাম হোটেল মালিক সংগঠনের পক্ষ থেকে দক্ষিণ পূর্ব রেলের খড়্গপুর ডিভিশনের ডিআরএমকে মেল করা হয়েছে। ঝাড়গ্রামের সাংসদ কালীপদ সরেনকেও জানানো হয়েছে। কলকাতার ধর্মতলা থেকে ঝাড়গ্রাম দুটি এসি বাস চালুর জন্য বনমন্ত্রীর কাছেও আবেদন জানানো হয়েছে। ঝাড়গ্রাম হোটেলওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি মধুসূদন কর্মকার জানিয়েছেন, ট্রেন পরিষেবা অনিয়মিত বলে কলকাতা থেকে ঝাড়গ্রামে পর্যটকেরা আসতে পারছেন না। মন্ত্রী ও বিধায়ক বীরবাহা হাঁসদা বলেন, ট্রেন পরিষেবা নিয়ে পর্যটকেরা সমস্যায়। আপাতত ধর্মতলা থেকে ঝাড়গ্রাম একটি এসি বাস চালানোর ব্যবস্থা চলছে।

আতঙ্কে ভিড় পুরসভায়

প্রতিবেদন : এসআইআর আতঙ্কে জন্মের শংসাপত্র সংশোধনে এত ভিড় করছেন মানুষ যে আলাদা দফতর খুলেও ভিড় সামাল দিতে পারছে না সিউড়ি পুরসভা। এসআইআর ঘোষণার পর মঙ্গল ও বুধবার ভিড় বেড়ে ২০ থেকে ৩০ জনের জায়গায় দাঁড়িয়েছে ২৫০-৩০০ জনে। পরিস্থিতি সামলাতে দুজনের জায়গায় ১০ কর্মী নিয়োগের পাশাপাশি অশান্তি এড়াতে ৪ জন পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ারকেও মোতায়েন করতে হয়েছে।

● সিউড়িতে সাংবাদিকদের পত্রিকার উদ্বোধন করছেন বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি, পুরপ্রধান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়।

আসানসোল জেলা হাসপাতালে শিশুদের ডায়াবেটিস ইউনিট চালু

■ উদ্বোধনে মন্ত্রী মলয় ঘটক-সহ আধিকারিকরা। বুধবার।

সংবাদদাতা, আসানসোল : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রতিনিয়ত হচ্ছে উন্নয়ের কাজ। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে গতি আনতে নেওয়া হচ্ছে একাধিক পরিকল্পনাও। জেলা হাসপাতালগুলিতেও আনা হচ্ছে একাধিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। এবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে আরও একটি নতুন পালক সংযোজিত হল। এই প্রথম শিশুদের ডায়াবেটিস চিকিৎসা ইউনিট (টাইপ ওয়ান) চালু হল। বুধবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে বিশেষ এই ইউনিটের সূচনা করেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। আসানসোল জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ নিখিলচন্দ্র দাস জানিয়েছেন টাইপ ওয়ান শিশুদের ডায়াবেটিস চিকিৎসা কেন্দ্রে মুলত যে-সমস্ত শিশু ইনসুলিনের উপর নির্ভরশীল তাদের চিকিৎসা এখানে করা হবে।

■ বীরভূমের ভোটরক্ষা শিবিরে এসআরডিএ-র চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল।

■ বীরভূমে হাডুডু প্রদর্শনীতে উপস্থিত জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ।

গোস্বামীবাড়ির ঐতিহ্যের রাস উৎসবের সূচনায় মন্ত্রী চন্দ্রিমা

সংবাদদাতা, নদিয়া : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় ও প্রশাসনের উদ্যোগে গত বছর থেকেই শান্তিপুরের রাস আরও নবরূপে সামনে এসেছে। এবছর শান্তিপুরের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব অনন্য মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে রইল। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাড়ি গিয়ে শ্যামসুন্দর জিউয়ের দর্শন করেন। গোস্বামীবাড়ির বংশধর শান্তিপুরের তৃণমূল বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী তাঁকে বরণ করে নেন। দর্শন শেষে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, আজ আমি শান্তিপুরের রাস উৎসবে উপস্থিত থাকতে পেরে ভীষণ গর্বিত ও আনন্দিত। এর আগে দলীয় কর্মসূচিতে শান্তিপুরে এসেছি, কিন্তু রাস উৎসবে এটাই আমার প্রথম আসা। ব্রজকিশোর গোস্বামী শুধু একজন বিধায়ক নন, তিনি এই ঐতিহ্যবাহী পরিবারের উত্তরসূরি এবং আমাদের সকলের জন্য এক প্রেরণা। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানান, মুখ্যমন্ত্রী রাস উৎসবে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন বলেই আজ আমি এই পবিত্র অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারলাম। এদিন গোস্বামীবাড়ির রাসমঞ্চে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের আগমন ঘিরে দেখা যায় বিপুল ভিড়। হাজার হাজার ভক্ত, দলীয় কর্মী এবং স্থানীয় বিশিষ্টরা মন্ত্রীকে দেখতে উপস্থিত হন। শ্যামসুন্দর জিউয়ের দর্শন শেষে তিনি রাসমঞ্চে দাঁড়িয়ে ভক্তদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে রাস উৎসবের মাহাত্ম্য ও ভাঙা রাসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

■ শান্তিপুরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাড়িতে রাসের সূচনায় মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
6 November, 2025 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

পৌঁছোয়নি এনুমারেশন ফর্ম, কী করে কাজ হবে? অভিযোগ বিএলওদের

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: কোনও রকম প্রস্তুতি ছাড়ায় শুধুমাত্র মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত করতেই এসআইআর শুরু করে দিল কেন্দ্র। ঢাকঢোল পিটিয়ে এসাআইআর শুরু করলেও একাধিক জায়গা থেকে নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে সরব হচ্ছেন খোদ বিএলওরাই! এমনই ছবি দেখা গেল ধূপগুড়ি ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে চৌকিদার টারি এলাকায়। ২০৬ নম্বর পার্টের বিএল ওর দায়িত্বে থাকা শম্পা পাল, একজন আইসিডিএস কর্মী।যেহেতু এখনো সমস্ত ফর্ম হাতে পাননি তাই কাজ শুরু করতে পারেননি আইসিডিএস সেন্টার সামলাচ্ছেন তিনি। শম্পা পালের মতো ধূপগুড়ি পুর এলাকার অনেক বিএলও এখনো সমস্ত বাড়ি বাড়ি পৌঁছতে পারেননি। এখনও বহু বিএলও ফর্ম হাতে পাননি বলে অভিযোগ জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে। সব ওয়ার্ডের ফর্মও হাতে আসেনি। ফলে পুরোদমে কাজ শুরু করতে গিয়ে দ্বিতীয় দিনেও হোঁচট খাচ্ছেন। ধূপগুড়িতে ধাক্কা খাচ্ছে নির্বাচন কমিশনের পরিকল্পনা, এখনও সমস্ত ফর্ম হাতে বুঝে পাইনি বিএলওরা। যার কারণে শুরু করতে পারেননি সব এলাকায় এসআইআর ফর্ম বিতরণের কাজ দাবি বিএলওদের। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় যেখানে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ফর্ম বিতরণের কাজ, সেখানে ধূপগুড়ি পৌর এলাকায় এখনও কার্যত অনেকটা পিছিয়ে সেই কাজ।

■ পাননি ফর্ম তাই আইসিডিএসের কাজই সামলাচ্ছেন ধূপগুড়ি পুর এলাকার বিএলও শম্পা পাল।

কমিশনের ব্যর্থতা

অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি ভোটারের হাতে দুটি করে ফর্ম পৌঁছানোর কথা থাকলেও, বিডিও অফিসের তরফে এখনও দুটি করে ফর্ম ভোটার পিছু তুলে দেওয়া হয়নি বিএলওদের হাতে। দুপুর একটা পর্যন্ত। যার কারণে শম্পা পাল, আব্দুল কাদেরের মতো অনেক বিএলও কাজ শুরু করেননি। ধূপগুড়ির বহু এলাকায় ফর্ম পুরোপুরি বিতরণ করা যায়নি।

তৃণমূল কংগ্রেসের ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি দীপু রায় জানান, প্রথম দিন হাতে মাত্র একটি করে ফর্ম তুলে দেওয়া হয়েছিল। সেই কারণেই তারা দু-একটি বাড়িতে ফর্ম বিলি করে কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। অভিযোগ, বিডিও অফিসের পক্ষ থেকে সমস্ত প্রয়োজনীয় ফর্ম বিএলওদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। ২০৬ নম্বর বুথের বিএলও শম্পা পাল জানান, সব ফর্ম পাইনি। কমিশনের বিরুদ্ধে উঠেছে একগুচ্ছ প্রশ্ন।

উত্তর সিকিমে প্রবল তুষারপাত তাপমাত্রা নামল শূন্যের নিচে

প্রতিবেদন : ফের প্রবল তুষারে ঢাকল উত্তর সিকিম। তাপমাত্রা নামল শূন্যের নিচে। গত কয়েকদিন ধরেই বিক্ষিপ্ত তুষারপাত চলছে উত্তর সিকিমের একাধিক জায়গায়। মঙ্গলবার রাত থেকে প্রবল তুষারপাত শুরু হয়। পুরু বরফের চাদরে ঢেকে যায় গুরুডংমার লেক, ইউমথাং ভ্যালি (ইয়ুমথাং), ইয়ুমেসামডং (জিরো পয়েন্ট), লাচেন, লাচুং, এবং ছাঙ্গু। কনকনে ঠান্ডা উপেক্ষা করেই নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগ নিতে উত্তর এবং পূর্ব সিকিমে ভিড় করছেন পর্যটকেরা। দার্জিলিং পাহাড়ের সান্দাকফু, ফালুটে তুষারপাত ঘটে। তবে প্রবল তুষারপাতের কারণে প্রশাসনের তরফে পর্যটকদের সতর্ক করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সিকিম রাজ্যের বেশিরভাগ এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সুবাদে তুষারপাতের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়ে চলেছে। বিশেষ করে উত্তর সিকিমের মঙ্গন জেলায়, উঁচু এলাকায় ভারী তুষারপাত হতে পারে।

এসআইআর সহায়তা শিবির

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে এসআইআর। সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ভোট রক্ষা শিবিরের সূচনা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার ইসলামপুরে তৃণমূলের উদ্যোগে এই শিবিরের সূচনা করা হয়। এদিন এই শিবিরের সূচনায় ছিলেন ব্লক সভাপতি জাকির হুসেন, জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি কৌশিক গুণ-সহ অন্যরা। এসআইআর নিয়ে মানুষ যাতে হয়রানির শিকার না হয় সেজন্য বিভিন্ন বুথস্তরে দলের তরফে এই সহায়তা শিবির খোলা হবে।

■ হাওড়া (সদর) জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি কৈলাস মিশ্রের উদ্যোগে বালি বিধানসভার ৩৫টি ওয়ার্ডে শুরু বাংলার ভোটরক্ষা শিবির। বুধবার শিবির পরিদর্শন করলেন কৈলাস মিশ্র। ছিলেন বালি তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, যুব তৃণমূল নেতা সুরজিৎ চক্রবর্তী-সহ আরও অনেকে।

ময়নাগুড়ি পুরসভা পাচ্ছে ভবন

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ময়নাগুড়ি পুরসভা পাচ্ছে নিজস্ব ভবন। ইতিমধ্যেই জোরকদমে শুরু হয়েছে ভবন নির্মাণের কাজ। এতদিন ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের একটি বিল্ডিং ভাড়া নিয়ে অফিসের কাজ কর্ম চালানো হত। তার জন্য মাসের শেষে ভাড়া বাবদ ময়নাগুড়ি পৌরসভাকে গুনতে হত মোটা টাকা। কিন্তু সেই সমস্যার খুব দ্রুত সমাধান হতে চলেছে বলে ময়নাগুড়ি পুরসভা সূত্রে খবর। ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় জানান, রাজ্য থেকে ময়নাগুড়ি পৌরসভার ভবন নির্মাণ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অনুমোদন চলে এসেছে। তার জন্য টেন্ডারও ডাকা হয়েছে। প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হতে চলেছে ময়নাগুড়ি পৌরসভার নিজস্ব ভবন। ভবন নির্মাণের জন্য বহু দিন আগেই জমি চিহ্নিত করা হয়েছিল। আরও জানা যায়, ময়নাগুড়ির শিশু উদ্যানের সামনে বাঁশহাটিতে পুরসভার ভবনটি নির্মাণ করা হবে। তারজন্য ময়নাগুড়ি ভূমি রাজস্ব দফতর ৬০ ডেসিমল জমি দিয়েছে বলে সূত্রের খবর।

যাত্রীসাথী অ্যাপে এবার মিলবে অটো

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : যাত্রীদের যাত্রা পথ মসৃণ করতে এবার বিশেষ উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। উত্তরবঙ্গে পর্যটকদের যাতে গাড়ি ভাড়া নিয়ে হয়রানির শিকার হতে না হয় তারজন্য চালু করা হয়েছিল যাত্রী সাথী অ্যাপ।

অ্যাপের সাহায্যে অল্প খরচে দার্জিলিং কিংবা গ্যাংটক যেতে পারবেন যাত্রীরা। এনজেপি স্টেশন, জংশন স্টেশন ও বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকেও এই যাত্রীসাথী অ্যাপ ব্যবহার করতে পারবেন যাত্রীরা। এই পর্যন্ত এনজেপি স্টেশনে ৪৪টি নতুন অটো, বাগডোগরায় ৫০টি অটো ও জংশন এলাকায় প্রায় ২০টি অটো এই যাত্রীসাথী অ্যাপ পরিষেবার আওতায় আনা হয়েছে। প্রতি ২৫ কিলোমিটারে ১০০ টাকা ভাড়া ধার্য করা হয়েছে। যা অন্যান্য গাড়ির তুলনায় অনেক কম। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে খুশি সাধারণ যাত্রী থেকে পর্যটকেরা।

বাড়ি ফিরলে চাইনিজ রেঁধে খাওয়াব বিশ্বজয়ী মেয়ের অপেক্ষায় বাবা-মা

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন করব। আমার হাতে চাইনিজ খেতে ভালবাসে রিচা। আবেগঘন জেতার মুহূর্ত বলতে বলতেই শিলিগুড়ির বাড়িতে বসে এমনটাই বললেন মা শম্পা পাল। সোনার মেয়ের অপেক্ষায় এখন পরিবার ও গোটা শিলিগুড়ি। রিচার সাফল্যের উচ্ছ্বাসে ভাসছে গোটা শহর। বিশ্বজয়ী ভারতীয় মহিলা দলের সদস্য রিচা ঘোষের ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকেন তাঁর বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ ও মা শম্পা ঘোষ, স্টেডিয়ামে উপস্থিত থেকে। মেয়ের এই অবিশ্বাস্য অর্জনের পর প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির হাতে সংবর্ধনা পাবেন রিচা। সেই কারণেই মেয়ে এখনও দলের সঙ্গে থাকলেও, বাবা-মা ইতিমধ্যেই ফিরে এসেছেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে মেয়ের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে আবেগে ভেসে যান দু'জনেই। বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ জানান, আমি কখনও ভাবিনি, আমার মেয়ে দেশের হয়ে এমন সাফল্য এনে দেবে। প্রথমে শুধুমাত্র সুস্থ ও সবল থাকার জন্যই ওকে ক্রিকেটে ভর্তি করেছিলাম। পরে স্বপ্ন ছিল রাজ্যের হয়ে খেলবে। কিন্তু খেলা দেখতে দেখতে বুঝতে পারি, রিচা একদিন অনেক দূর যাবে। তবে এমন ইতিহাস গড়বে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। বিশ্বজয়ী রিচার এই প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় আজ শুধু বাবা-মা নয়, গর্বে ভাসছে গোটা উত্তরবঙ্গ।

■ আনন্দের মুহূর্তের স্মৃতি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন রিচার বাবা-মা।

লরির ধাক্কায় মৃত্যু, ক্ষুব্ধ জনতা

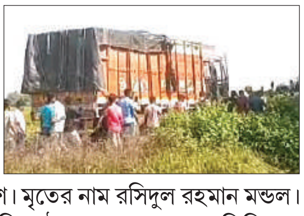

সংবাদদাতা, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা আগুন ধরিয়ে দেয় লরিতে। আগুন ও জনতার ক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে দমকলবাহিনী ও কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। মৃতের নাম রসিদুল রহমান মন্ডল। বাড়ি কুমারগঞ্জে কেশরাইল। পেশায় তিনি কাঠুরে। বুধবার সকালে তিনি গাছ কাটার কাজেই বাইরে যাচ্ছিলেন। সেই সময় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বয়রাপাড়া এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

যোগীরাজ্যে পুলিশের বিরুদ্ধে ভুয়ো এনকাউন্টারের অভিযোগ তুললেন শামলির স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ দীপক চৌধুরী। তাঁর অভিযোগ, ২০টি গুলিবিদ্ধ একটি মৃতদেহ এনে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট জাল করতে বলা হয়েছিল তাঁকে

দিল্লি দরবার

৫২টি আসনে অশনিসংকেত

আজ বিহারে প্রথম দফার ভোট, দুশ্চিন্তায় বিজেপি

প্রতিবেদন: আজ বৃহস্পতিবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফা। রাজ্যের ২৪৩ আসনের মধ্যে ১২১টিতে ভোটগ্রহণ পর্ব। ভোটের চূড়ান্ত প্রস্তুতি এবং পরিবর্তন বনাম প্রত্যাবর্তনের এই লড়াইয়ের মাঝেও এনডিএর জন্য অশনিসংকেত। এক সমীক্ষা রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্যে বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) কুফল বিহারে প্রথম দফার ভোটের আগেই বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের কপালের চিন্তার ভাঁজ আরও চওড়া হয়েছে। বিহারের ২৪৩টি আসনের মধ্যে মোট ৫২টি এমন আসন আছে যেখানে গতবারের বিধানসভা ভোটে জয়-পরাজয়ের মার্জিন ছিল ৫০০০ ভোটেরও কম। এই কম মার্জিনে জয়ী আসন গুলিই এবার এনডিএ শিবিরের গলার কাঁটা হয়ে উঠতে পারে। এই ৫২ আসনে এসআইআরের কারণে ৪৭ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। এদের বেশির ভাগই এই ৫২টি আসনের বাসিন্দা। এর মধ্যে আছে বারবিঘা, রামগড়, মাতিয়ানি, ভোরে, ডেহরি, বাছওয়ারা, চকাই, হিলসা প্রমুখ আসন। বিজেপির অভ্যন্তরীণ সমীক্ষায় এই তথ্য সামনে আসার পরেই প্রমাদ গুনতে শুরু করেছে শাসক জোট। তারা বুঝতে পারছে ৪৭ লক্ষ বাদ পড়া ভোটারের অর্ধেকও যদি এই ৫২টি আসনের ভোটার হয়ে থাকেন, তাহলে ২৩-২৪ লক্ষ ভোটারের বাদ পড়া, নির্বাচনের ফলাফলে বিরাট বড় ফ্যাক্টর হয়ে যাবে। এমনিই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে রিপোর্টে। যাঁরা বাদ পড়েছেন, তাঁরা তো ভোট দিতে পারবেন না! এসআইআরের কারণে ভোটাধিকার হারানোদের পরিবারের বাকি সদস্যদের মনে যে প্রভাব পড়েছে, তার জেরে জেগে উঠা ক্ষোভই বিজেপি তথা এনডিএ-র ভরাডুবির প্রধান কারণ হতে পারে। এই আশঙ্কাই এখন জাঁকিয়ে বসেছে শাসক শিবিরের অন্দরে।

ছত্তিশগড়ের পর যোগীরাজ্যে প্রশ্নের মুখে রেল

রাসপূর্ণিমায় গঙ্গাস্নানের পথে কালকা মেলের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন ৬ পুণ্যার্থী

চুনার (উত্তরপ্রদেশ) : ছত্তিগড়ের বিলাসপুরের পরে এবার উত্তরপ্রদেশের চুনারে। আবার স্পষ্ট হল রেলের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ছবি। রেল লাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন অন্তত ৬ পুণ্যার্থী। বুধবার সকালে উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে ঘটেছে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থল চুনার রেলওয়ে স্টেশন। স্থানীয় সূত্রে খবর, রাস পূর্ণিমা বা কার্তিক পূর্ণিমায় গঙ্গাস্নানের জন্য চোপান থেকে বারাণসী যাচ্ছিলেন পুণ্যার্থীরা। চুনার স্টেশনে নেমে তাড়াহুড়ো করে রেললাইন পার হতে গিয়ে হাওড়ামুখী কালকা মেলের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন বেশ কয়েকজন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় অন্তত ৬ জনের। জখমও হন কয়েকজন। প্রত্যক্ষদর্শীদের অনুমান, নির্ধারিত প্ল্যাটফর্মের পরিবর্তে ভুল দিকে নেমে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে আসা কালকা-হাওড়া মেলের ধাক্কা খান তাঁরা। ট্রেনের ধাক্কা এতটাই তীব্র ছিল যে ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়। সকাল ৯.১৫ মিনিটে গোমো প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস থেকে নেমে

যাত্রীরা ভুল দিক থেকে রেললাইন পার হচ্ছিলেন। তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ই এই দুর্ঘটনা। নিহত এবং আহতদের সকলেই দাক্ষিণাত্যের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। তবে সুনির্দিষ্টভাবে কারও পরিচয়ই জানা যায়নি এখনও। রেলওয়ে প্রশাসন গোটা ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই রেলের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বুধবার বিশেষ উৎসবে ভিড় হবে জেনেও কেন দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেনি আরপিএফ? আগে থেকেই কেন যাত্রী সুরক্ষায় ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি? প্রশ্ন সাধারণ মানুষের।

চালকের ভুল না যান্ত্রিক ত্রুটি? বিলাসপুরে মৃত্যু বেড়ে ১১

বিলাসপুর: ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে রেল দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১১। প্রাথমিক তদন্তের পরে রেলের অনুমান ছিল যাত্রিবাহী ট্রেনের চালক রেড সিগন্যাল উপেক্ষা করার ফলেই মঙ্গলবার বিলাসপুরে যাত্রিবাহী ট্রেন প্রচণ্ড গতিতে এসে ধাক্কা মেরেছিল মালগাড়িতে। এব্যাপারে কিন্তু এখনও নিশ্চিতভাবে কিছুই বলতে পারছে না রেল কর্তৃপক্ষ। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, লোকো পাইলটের ভুল নাকি যান্ত্রিক ত্রুটি এই দুর্ঘটনার নেপথ্যে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অপেক্ষা করা হচ্ছে কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির রিপোর্টের। মঙ্গলবার বিকেল ৪টে নাগাদ বিলাসপুর-কাটনি শাখায় বিলাসপুরমুখি কেরবা প্যাসেঞ্জার ট্রেন লালখাদান এলাকায় পিছন থেকে ধাক্কা মারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মালগাড়িতে। এখনও পর্যন্ত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে। জখম হন অন্তত ২০ জন। গুরুতর জখমদের চিকিৎসা চলছে ছত্তিশগড় ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস এবং স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে।

বিহারে জেডিইউ নেতার পরিবারের ৩ জনের রহস্যমৃত্যু

পাটনা: বিহারে প্রথম দফা নির্বাচনের আগেই প্রশ্ন উঠল আইনশৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে। মঙ্গলবার গভীর রাতে পূর্ণিয়ায় বন্ধ বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হল জেডিইউ নেতা নিরঞ্জন কুশওয়ার দাদা নবীন কুশওয়া, বৌদি কাঞ্চন মালা সিং ও ভাইঝি তনুপ্রিয়ার মৃতদেহ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছে গভীর রহস্য।

চাপে নত বিজেপি

নয়াদিল্লি: চাপে পড়ে ১০০ দিনের কাজ নিয়ে এবার নড়েচড়ে বসছে কেন্দ্র। সুপ্রিম কোর্টের কড়া অবস্থান এবং বাংলার মানুষের তীব্র ক্ষোভের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হচ্ছে নরেন্দ্র মোদির সরকার। বাংলায় আগামী বছরই বিধানসভা ভোট। দীর্ঘদিনের বঞ্চনার জবাব যে এবারে বিজেপির মুখের উপর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত বাংলার আমজনতা তা হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। তাই কীভাবে কত দ্রুত বাংলায় ১০০ দিনের কাজ শুরু করা যায়, জানতে চেয়ে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রককে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর। ১০০ দিনের কাজ বাবদ বাংলার মোট বকেয়া টাকার পরিসংখ্যান প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পেশ করতে বলা হয়েছে।

অসমে বিদ্রোহ বিজেপিতে, দল ছাড়লেন প্রাক্তন রেলপ্রতিমন্ত্রী

গুয়াহাটি: বড়সড়ো বিদ্রোহের মুখে অসমের বিজেপি। দল ছাড়লেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোঁহাই। বিধানসভা নির্বাচনের আগে জোরালো ধাক্কা খেল মোদির দল। কয়েকদিন আগেই সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর অভিযোগ এনেছিলেন রাজেন। দল ছাড়ার আগে এবার তীব্র বিষোদগার করলেন তিনি। বললেন, অসমের জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি। ভূমিপুত্রদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে। হিমন্ত-সহ বিজেপি নেতারা ধর্মীয় মেরুকরণে উসকানি দিচ্ছেন। ১৯৯৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৪ বার নগাঁও লোকসভা আসনের সাংসদ ছিলেন রাজেন। মোদির জামানায় ২০১৬ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ছিলেন রেলপ্রতিমন্ত্রী।

জম্মু-কাশ্মীরে ফের জঙ্গিদমন অভিযানে নামল সেনাবাহিনী

শ্রীনগর: জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ফের বড় মাপের অপারেশনে নামল সেনা। কিশতওয়ারে ছত্রু এলাকায় বুধবার ভোরে জঙ্গিদের সঙ্গে শুরু হল গুলির লড়াই। তবে কোনও জঙ্গি খতম হয়েছে কি না তা সুনিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। এদিকে ভারতীয় গোয়েন্দাদের কাছে খবর, লস্কর-ই-তইবা এবং জইশ-ই-মহম্মদ ফের হামলার চক্রান্ত করছে কাশ্মীরে। একটি সর্বভারতীয় চ্যানেলে দাবি করা হয়েছে, নিরাপত্তা রক্ষীদের চোখ এড়িয়ে চলছে অনুপ্রবেশের চেষ্টাও।

কেন এত দেরিতে ঘুম ভাঙল?

ব্রাজিলিয়ান মডেলের ২২টি ভুয়ো ভোটার কার্ড

নয়াদিল্লি: বিজেপির ভোটচুরির চক্রান্তটা প্রথম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ভয়ঙ্কর বিপদ সম্পর্কে প্রথম সতর্ক করেছেন গোটা দেশের মানুষকে। অন্যরাজ্যের ভোটার লিস্ট যে কপি পেস্ট হচ্ছে, হঠাৎ বেড়ে যাচ্ছে ভোটার, তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন কোথায় ছিলেন রাহুল গান্ধী এবং তাঁর দল? এত দেরিতে ঘুম ভাঙল কেন তাঁদের? প্রশ্ন তুলল তৃণমূল। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, মহারাষ্ট্র এবং দিল্লিতে বিজেপিকে রোখার দায়িত্ব তো ছিল কংগ্রেসেরই। তারা তখন পারল না কেন? আজ রাহুল গান্ধী ভোটচুরির এবং কারচুপির যে অভিযোগ আনছেন তা অবশ্যই ঠিক। কিন্তু গোটা দেশের সামনে বিজেপির ভোটচুরির চক্রান্ত প্রথম ফাঁস করে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যখন বাংলায় একই কাজ করতে এল।

বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে অশুভ আঁতাত নিয়ে প্রথম থেকেই সরব জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন ভোট চুরির চক্রান্ত। তাঁদের অভিযোগ, ভোটের আগে মহারাষ্ট্র বা হরিয়ানায় এই ভোটচুরি ধরতে পারেনি কংগ্রেস। এবার সেই সুরেই কথা বললেন লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী। অভিযোগ করলেন,এসআইআরের অজুহাতে ভোটার তালিকা থেকে বিরোধীদের নাম বাদ আর নিজেদের লোকেদের নাম ঢোকানোর ষড়যন্ত্র করছে বিজেপি। নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে গেরুয়াশিবির। বিশেষত, হরিয়ানায় ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে সরব হলেন রাহুল। রীতিমতো নথি দেখিয়ে তাঁর দাবি, ব্রাজিলের এক মডেলের ছবি ব্যবহার করে অন্তত ২২টি ভোটার কার্ড জালিয়াতি করেছে বিজেপি। বুধবার, দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন রাহুল। এলইডি-স্ক্রিনে একটি তরুণীর ছবি দেখান তিনি। প্রশ্ন তোলেন কে এই রহস্যময়ী নারী? হরিয়ানার ২কোটি ভোটারের মধ্যে ২৫লক্ষই ভুয়ো। পরিসংখ্যান তুলে তাঁর দাবি, মোট ভোটারের প্রায় ১২শতাংশই জাল। ভুয়ো ভোটার কাজে লাগিয়েই হরিয়ানায় জিতেছে পদ্মশিবির। বড় জালিয়াতি হয়েছে হরিয়ানার বিধানসভা ভোটে।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের কাছেই বস্তি উচ্ছেদের চক্রান্ত বিজেপির

নয়াদিল্লি: আবার রাজধানীতে গরিব মানুষকে আশ্রয়চ্যুত করার চক্রান্তে নামল বিজেপি। অথচ ভোটের আগে তাঁদেরই স্থায়ী বাসস্থানের স্বপ্ন দেখিয়েছিল গেরুয়া দল। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসস্থানের এলাকা লোক কল্যাণ মার্গের খুব কাছে ভাই রাম, মসজিদ ক্যাম্প এবং ডিআইডি ক্যাম্প নামের তিনটি বস্তি উচ্ছেদের জন্য এবার উঠে পড়ে লেগেছে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রক। এই তিনটি বস্তি মিলিয়ে বসবাস করেন কয়েক শো পরিবারের সদস্যরা। দু দশকেরও বেশি সময় ধরে এই লোকেরা এখানে বসবাস করেন। এরা একেবারেই স্বচ্ছল পরিবারের সদস্য নন। প্রতিদিন দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করেই বাঁচতে হয় তাঁদের। এই সব পরিবারের লোকেদের এখন উচ্ছেদ করতে চাইছে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রক। এই কারণে বস্তিবাসীদের দেওয়া হয়েছে উচ্ছেদের নোটিশ। দু সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের এলাকা খালি করতে বলা হয়েছে। উচ্ছেদের নোটিশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক দাবি করেছে যে এই তিনটি বস্তির বাসিন্দারা সরকারি জমি জবরদখল করে আছেন। বস্তিবাসীদের প্রশ্ন, দিল্লির ভোটের বাজারে আমাদের ঝুপ্লিতে এসে বিজেপির নেতারা বলেছিলেন, ঝুপ্লি ভেঙে প্রত্যেককে পাকা বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হবে। প্রতিশ্রুতির কী হল ?

দেশ বিদেশ
6 November, 2025 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নয়াদিল্লির জন্য উদ্বেগজনক। আগামী বছরেই চিনের কাছ থেকে 'হাঙ্গর' ডুবোজাহাজ পেয়ে যেতে পারে পাকিস্তান। আশা পাক নৌসেনার। চিনের 'হাঙ্গর' ডুবোজাহাজ কেনার জন্য এক দশক আগে বেজিংয়ের সঙ্গে চুক্তি হয় ইসলামাবাদের

ট্রাম্পকে ধাক্কা! চিত্রপরিচালক মীরা নায়ারের পুত্র জোহরান মামদানি এবার নিউ ইয়র্কের মেয়র

১০০ বছরের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ, আমেরিকার বৃহত্তম শহর চালাবেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম রাজনীতিক

নিউ ইয়র্ক: ভারতীয় চিত্র পরিচালক মীরা নায়ারের পুত্র জোহরান মামদানিকে মেয়র পদে বেছে নিল নিউ ইয়র্কবাসী। তিনিই হতে চলেছেন নিউ ইয়র্কের সর্বকনিষ্ঠ মেয়র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অপছন্দের প্রার্থী ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই প্রার্থী। দেখা গেল, উগ্র জাতীয়তাবাদী ট্রাম্পের মতামতকে গুরুত্বই দিল না নিউ ইয়র্কবাসী। অথচ ভোটের আগে লাগাতার ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এই নেতার বিরুদ্ধে প্রচার করেছেন ট্রাম্প। 'কমিউনিস্ট' প্রার্থী জোহরান ভোটে জিতলে নিউ ইয়র্ক সিটির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। যদিও প্রেসিডেন্টের এসব হুমকি দাগ কাটতে পারেনি জনতার মনে।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত জোহরান মামদানির জন্ম ১৯৯১ সালে উগান্ডার কাম্পালায়। তাঁর বেড়ে ওঠা নিউ ইয়র্কে। মামদানির পিতা উগান্ডার বিখ্যাত লেখক মাহমুদ মামদানি। মাহমুদেরও অতীত শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে ভারতে। আগামী ১ জানুয়ারি নিউ ইয়র্কের মেয়র হিসাবে শপথ নেবেন ৩৪ বছরের মামদানি। এই ভারতীয় বংশোদ্ভূতই হবেন গত ১০০ বছরেরও বেশি সময়ের ইতিহাসে নিউ ইয়র্কের কনিষ্ঠতম মেয়র। পাশাপাশি তিনিই হবেন আমেরিকার বৃহত্তম শহরের প্রথম মুসলিম মেয়র। মামদানির স্ত্রী রামা দুয়াজি সিরিয় বংশোদ্ভূত মার্কিন শিল্পী। ছেলের এমন জয়ে জোহরানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বনামধন্য পরিচালক মীরা নায়ার লিখেছেন, 'জোহরান ইউ বিউটি'।

■ মা-বাবা-স্ত্রীর সঙ্গে নিউ ইয়র্ক সিটির ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম মেয়র জোহরান মামদানি।

এবারের মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানির বিরুদ্ধে ট্রাম্পের রিপাবলিকান শিবির থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন কুর্টিস স্লিওয়া। মামদানির কাছে কুপোকাৎ হয়েছেন তিনি। সংবাদমাধ্যম 'সিএনএন' অনুসারে মামদানি পেয়েছেন ৫০ শতাংশেরও বেশি ভোট। স্লিওয়া পেয়েছেন ১০ শতাংশেরও কম ভোট। প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমো পেয়েছেন প্রায় ৪১ শতাংশ ভোট। নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে জয়ী হতেই ট্রাম্পকে নিশানা করেছেন হবু মেয়র। মামদানি বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প, আপনাকে আমি চারটি শব্দ বলতে চাই— আরও জোরে চিৎকার করুন।

এদিকে নিউ ইয়র্কের পাশাপাশি ভার্জিনিয়া এবং নিউ জার্সি প্রদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও পরাস্ত হয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থীরা। নিউ ইয়র্কে জয়ের পর প্রথম বক্তৃতায় ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত জওহরলাল নেহরুর উক্তি উদ্ধৃত করেন জোহরান মামদানি। নিউ ইয়র্কবাসীর উদ্দেশে বলেন, আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমার জওহরলাল নেহরুর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এমন কিছু মুহূর্ত আছে যা ইতিহাসে কম সময়ের জন্য জন্য আসে। যখন আমরা পুরাতন থেকে নতুনের দিকে পা বাড়াই, যখন একটি যুগ শেষ হয় এবং যখন দীর্ঘ নিপীড়িত জাতির আত্মা স্বর খুঁজে পায়। প্রসঙ্গত, ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার সময়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন নেহরু।

মমতা-মডেলের চর্চা নিউ ইয়র্কেও

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পের চর্চা নিউ ইয়র্কেও। মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্পগুলি সদ্য-জেতা জোহরান মামদানির প্রচার আলো করেছিল। একদিকে মানুষের জন্য বিশেষত, শিশুদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা-পরিষেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যা ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের থেকে তাঁকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। ঠিক যেভাবে নরেন্দ্র মোদির বেছে বেছে মানুষকে আয়ুষ্মান ভারত দেওয়ার বদলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন সার্বজনীন স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প। তার থেকে এক ধাপ পিছিয়ে শুধুমাত্র শিশুদের, কোনও বিভেদ ছাড়াই, বিনামূল্যে চিকিৎসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মেয়র। নিউ ইয়র্ক শহরের বাসস্থানের দুর্মূল্যতার কথা। তিনি জোর দিয়েছেন নাগরিকদের ব্যয়বহুল বাসস্থানে, ভাড়া বাড়ির পরিবর্তে কম খরচে বাসস্থানের সংস্থান করায়। এখানে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর শহরের আবাস, উত্তরণ প্রকল্পের সঙ্গে মিল রেখেছেন জোহরান মামদানি। সাধারণ নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা— খাদ্য, বাসস্থানে জোর দিয়েই মানুষের মনে দাগ কেটেছেন। পাশাপাশি খাদ্যের ক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রীর সুফল বাংলা মডেলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিউ ইয়র্ক শহরের পাঁচটি বরো এলাকায় প্রশাসন-পরিচালিত বাণিজ্য কেন্দ্র করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। রাজনীতিকেরা বলছেন, বিশ্বরাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রীর দেখানো পথের প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্ট হয়েছে। এটা গর্বের।

সপ্তপদী দিয়ে আজ শুরু চলচ্চিত্র উৎসব

(প্রথম পাতার পর)

মহানায়ক উত্তমকুমার অভিনীত 'সপ্তপদী'। পরিচালক অজয় করের তৈরি এই ছবি বাংলা সিনেমার ইতিহাসে 'কাল্ট ছবি' হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। সুচিত্রা সেনের সঙ্গে মহানায়কের এই ছবি সে-সময় সাড়া ফেলে দিয়েছিল বাংলা জুড়ে। আজও যা সমান জনপ্রিয়।

এবারের চলচিত্র উৎসবে ২০টি ভেন্যু জুড়ে ২১৫টি ছবি দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। বিশেষ শ্রদ্ধা জানানো হবে পরিচালক ঋত্বিক ঘটক, রেডফোর্ড-সহ বিশিষ্টদের। থাকছে সত্যজিৎ রায় মেমোরিয়াল লেকচার। বলবেন বলিউডের রমেশ সিপ্পি। যিনি শোলের পরিচালক। এবছর শোলের ৫০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। পোল্যান্ড ১৯টি ছবি পাঠিয়েছে এখানে। আলোচনা হবে আর এক দিকপাল পরিচালক আদুর গোপালকৃষ্ণনকে নিয়েও। শ্রদ্ধা জানাতে দেখানো হবে সন্তোষ দত্ত, সলিল চৌধুরী, রাজ খোসলা, স্যম পেকিনাফ এবং পোলিস পরিচালক ওজিয়েক হ্স-এর ছবি। নন্দন, রবীন্দ্র সদন, শিশির মঞ্চ, রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন, রাধা স্টুডিও, নজরুলতীর্থ, নবীনা সিনেমা, স্টার থিয়েটার, মেনকা, অজন্তা, পিভিআর, মণি স্কোয়্যার, আইনক্স মেট্রো, আইনকস কোয়েস্ট, আইনকস সাউথ সিটি, গ্লোব, নিউ এম্পায়ার, প্রাচী সিনেমাতে উৎসবের ছবি দেখানো হবে।

লুইসভিলে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা

কেন্টাকি : বিমান টেক-অফের সময় বিপত্তি ইউপিএস কার্গো বিমানে। তারপরেই হঠাৎ বিস্ফোরণ। মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই ম্যাকডোনেল ডগলাস (এমডি-১১) জেট। মঙ্গলবার বিকেলে আমেরিকার কেন্টাকির লুইসভিল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১০। আহত অন্তত ৮ জন। বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বিমানে ঠিক কতজন ক্রু-সদস্য ছিলেন তা এখনই স্পষ্ট নয়। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই বিমান দুর্ঘটনায় অনেকের মনে ফিরেছে আমেদাবাদের দুর্ঘটনার ভয়ানক স্মৃতি। লুইসভিলে দুর্ঘটনার পর সমস্ত ফ্লাইট বাতিল করা হয়। বুধবার সকাল পর্যন্ত বিমান চলাচল বন্ধ ছিল। ইতিমধ্যেই ঘটনার একটি ভিডিও নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বিমানটি উপরে উঠে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ে এবং আগুন ধরে যায়। বিমানের বাঁ দিকে আগুনের শিখা এবং কালো ধোঁয়া দেখা গিয়েছে। শুধু তাই নয়, বিমান দুর্ঘটনার পর চারপাশের বেশ কয়েকটি বাড়িতেও আগুন ধরে যায়। এফএএ কর্মকর্তারা ধ্বংসাবশেষের নমুনা সংগ্রহ করার পাশাপাশি ফ্লাইট-ট্র্যাকিং ডেটা রক্ষণাবেক্ষণের রেকর্ড পর্যালোচনা করছেন বলে জানা গেছে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, বিমানের বাঁদিকের এক ইঞ্জিনে আগুন ধরে গিয়েছিল। ওড়ার সময় বিমানে থাকা বিপুল জ্বালানি মজুত থাকায় বিস্ফোরণ ঘটে আরও ভয়ঙ্কর আকারে। ইউপিএস কর্তৃপক্ষের দাবি, আপাতত লুইসভিল হাবে পার্সেল বাছাইয়ের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।

সীমা ছাড়াবেন না মোদি-শাহকে মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

তাহলে শুধুমাত্র বাংলাকে আলাদা করা হচ্ছে কেন। একইভাবে, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর এবং মিজোরামের মতো রাজ্যগুলি মায়ানমারের সঙ্গে সীমান্ত শেয়ার রয়েছে, তাদেরও এসআইআর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কেন?

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, এর কারণ এসআইআরের নামে পিছনের দরজা দিয়ে এনআরসির ষড়যন্ত্র রচনা করা। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা সেই পরিকল্পনাই করেছে। নাগরিক হিসেবে আমাদের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা তাদের কে দিয়েছে? কে তাদের ক্ষমতা দিয়েছে আমাদের পিতা-মাতার জন্ম শংসাপত্র দাবি করার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ কথা, আমাদের সভ্যতাকে দুর্বলতা ভেবে ভুল করবেন না। যদি বাংলার মানুষের কোনও ক্ষতি হয়, যদি একজনও প্রকৃত ভোটারকে অন্যায্যভাবে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে বাংলার মানুষ বিজেপিকে গদিচ্যুত করবে। 'বিজেপি হটাও, অধিকার বাঁচাও' স্লোগান দিয়ে দিল্লি স্তব্ধ করে দেবে। আমরা জমিদারদের এই স্পর্ধা মানব না। গণতান্ত্রিক উপায়ে আমাদের অধিকারের উপর এই আক্রমণকে ধূলিসাৎ করে দেব।

বিজেপির অসমে ধর্ষিতা স্কুলপড়ুয়া

(প্রথম পাতার পর) রাজ্যে একের পর এক এই ঘৃণ্য ঘটনায় ডবল ইঞ্জিন সরকার কতটা নারী নিরাপত্তা নিয়ে সচেতন সেই বিষয়টিই স্পষ্ট হচ্ছে। বাংলার প্রশাসন যেখানে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শাস্তি দেয় সেখানে দিনের পর দিন বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোতে বেপরোয়াভাবে ঘুরে বেড়ায় এই দাগি আসামিরা। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বোধ হয় এসব ঘটনার বেলায় শীতঘুম দিচ্ছেন!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভাগীরথী ও অজয় নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত কাটোয়া। প্রধান দর্শনীয় স্থান লর্ড কার্জন গেট, সর্বমঙ্গলা মন্দির, শের আফগানের সমাধি, কঙ্কালেশ্বরী কালীমন্দির, ১০৮ শিবমন্দির, চাঁদনি পার্ক। কার্তিক পুজোর জন্য বিখ্যাত। ঘুরে আসতে পারেন

কাছে দূরে

ভাগামন লেক

হাতছানি দেয় ভাগামন

কেরলের এক পরিচ্ছন্ন হিল স্টেশন ভাগামন। রয়েছে ঢেউখেলানো পাহাড়, নদী, ঝরনা, জলপ্রপাত, চা-বাগান, পাইনের বন। শীতের মরশুমে বেড়ানোর আদর্শ জায়গা। সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

এক-পা দু-পা করে এগিয়ে আসছে শীত। এইসময় মনের ডানা উড়ান চাইছে। ইচ্ছে করছে বেরিয়ে পড়তে। কোথায় যাওয়া যায়? ঘুরে আসা যায় ভাগামন। কেরলের হিল স্টেশনগুলির মধ্যে অন্যতম। ইদুক্কির পাশে ইদুক্কি-কোট্টায়াম জেলার সীমান্তে অবস্থিত জায়গাটা। একটি পরিচ্ছন্ন শহর। এখানকার জলবায়ু অতি মনোরম। পর্যটকদের আকর্ষণ করে। সারা বছর ভিড় দেখা যায়। তবে শীতের মরশুমে জনসমাগম তুলনায় বেশিই চোখে পড়ে। রোম্যান্টিক পরিবেশ। নবদম্পতিদের মধুচন্দ্রিমার আদর্শ জায়গা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১১০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই পাহাড়ি গন্তব্যটি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ট্রাভেলরের তৈরি করা ভারতে সব চেয়ে আকর্ষণীয় ৫০টি গন্তব্যের তালিকায় রয়েছে।

ভাগামনে রয়েছে এমন কিছু ভিউ পয়েন্ট, যেখান থেকে অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। দেখা যায় সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত। আছে বিস্তীর্ণ উপত্যকা, টিলা, ঘন বন এবং জলপ্রপাত। জানা যায়, চায়ের চাষ শুরু করার জন্য ব্রিটিশরা এখানে প্রথম আসেন। পত্তন করেন চা-বাগানের। কিন্তু আজও, এই একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষেও ভাগামনের গায়ে এতটুকু বাণিজ্যিক গন্ধ লাগেনি। বলা যায়, আজও কার্যত অনাঘ্রাতা। চা-বাগান, সবুজ তৃণভূমি আচ্ছাদিত ঢেউখেলানো পাহাড়, গিরিসংকট, এঁকেবেঁকে বয়ে চলা পাহাড়ি নদী, পাইনের বন, প্রাণোচ্ছল ঝরনা, নানা ধরনের অর্কিড, হরেক রকমের ফুলের সমাবেশ— দুটো দিন প্রকৃতির কোলে থেকে অপার শান্তিতে কাটানো যায়।

আছে বেশকিছু দর্শনীয় স্থান। ভাগামন জলপ্রপাত অবশ্যই দেখতে হবে। এর আরও একটি নাম পালারুবি। মন ভাল হয়ে যাবে সবুজ পাহাড়ের কোলে ভাগামন লেক দেখলে। লেকে বোটিং করা যায়। ভাল লাগবে। মারমালা হল এরাত্তুপেট্টা যাওয়ার পথে ১৩১ ফুট উঁচু জলপ্রপাত। ঝরনার জলপতনের শব্দ, পাখির কলতান, দূর থেকে ভেসে আসা বন্যজন্তুর ডাক— মোহাবিষ্ট করবেই। দেখা যায় ব্রিটিশদের হাতে তৈরি পাইনের বন। ঘন সবুজ এই বন এখানকার প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। পাইনের বনে হেঁটে বেড়ালে অন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হবে। ভাগামন শৈলশহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে রয়েছে তঙ্গল পারা। কিছুটা ট্রেক করতে হয়। পাহাড়ের একেবারে ধারে এক বিশাল পাথর। কথিত আছে, এখানে হসরত শেখ ফরিদুদ্দিন বাবা

পাইনের বন

নামে এক সুফি সাধক বিশ্রাম নিতেন। তাঁর স্মৃতিতে এখানে রয়েছে এক দরগা। মুণ্ডকায়াম ঘাটের সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। অনুভব করতে হয়। এখান থেকে উপভোগ করা যায় সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত। কুরিসুমালা হল খ্রিস্টানদের জনপ্রিয় তীর্থস্থান। ভাগামনের গ্রামীণ জীবন দেখতে হলে এখানে আসতেই হবে। এখানে একটি আশ্রম ও একটি ডেয়ারি ফার্ম আছে। কুরিসুমালা আশ্রম সায়রো-মলাঙ্করা ক্যাথলিক চার্চের অধীন। শৈলশহর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে রয়েছে মুরুগানমালা পাহাড়। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে রয়েছে ভগবান মুরুগান তথা কার্তিকের মন্দির। অর্থাৎ ভাগামন হল সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের জায়গা। ব্যারেন হিলস রয়েছে শৈলশহর থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পাহাড়ের চেহারারও বদলে যায়। বর্ষা আর শীতে যে পাহাড় সবুজে মোড়া থাকে, সেই পাহাড়ই গ্রীষ্মে হয়ে যায় ন্যাড়া। বৃষ্টির জল পেলেই তৈরি হয়ে যায় সবুজ তৃণভূমি। পেরিয়ার নদীর উপরে নির্মিত হয়েছে ইদুক্কি ড্যাম। নির্মাণশিল্পের এক অনন্য নজির। হাতছানি দেয় ভাগামন? ঘুরে আসুন। এই ভ্রমণ মনের মধ্যে অদ্ভুত আনন্দের জন্ম দেবে।

ভাগামন জলপ্রপাত

কীভাবে যাবেন?

আকাশপথে কোচি গিয়ে, সেখান থেকেও গাড়ি ভাড়া করে ভাগামন পৌঁছনো যায়। দূরত্ব ১০৩ কিলোমিটার। নিকটতম রেলস্টেশন কোট্টায়াম। দূরত্ব ৬৪ কিলোমিটার। ভারতের প্রায় সব বড় শহরের সঙ্গে রেলপথে যুক্ত। তবে সরাসরি ট্রেনের বেশির ভাগই সাপ্তাহিক বা দ্বিসাপ্তাহিক হওয়ায়, চেন্নাইয়ে ট্রেন বদল করে যাওয়ার সুবিধা বেশি। কলকাতা থেকে সরাসরি কোট্টায়াম যাওয়ার ট্রেন গুরুদেব এক্সপ্রেস। শালিমার থেকে ছাড়ে। এ ছাড়াও রয়েছে শিলচর-তিরুঅনন্তপুরম অরোনাই এক্সপ্রেস। হাওড়া থেকে ছাড়ে। চেন্নাই থেকে কোট্টায়াম যাওয়ার ট্রেন তিরুঅনন্তপুরম এক্সপ্রেস। রোজ চেন্নাই সেন্ট্রাল থেকে ছাড়ে। কোট্টায়াম পৌঁছোয়। তিরুঅনন্তপুরম মেল রোজ চেন্নাই সেন্ট্রাল থেকে ছাড়ে। কোট্টায়াম পৌঁছোয়। এছাড়াও চেন্নাই থেকে কোট্টায়াম যাওয়ার বেশ কিছু সাপ্তাহিক ট্রেন আছে। কোট্টায়াম থেকে বাসে বা গাড়ি ভাড়া করেও ভাগামন যাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন?

বেশকিছু বেসরকারি হোটেল-রিসর্ট রয়েছে ভাগামনে। থাকা-খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি হল বেড়ানোর মরশুম। ওই সময় কুয়াশা ঢাকা ভাগামনের অন্য রূপ। ঠান্ডাটাও জমিয়ে পড়ে। যাওয়া যায় অন্য সময়েও। গরমের দিনে একটু কষ্ট করে পৌঁছে যেতে পারলে ভাগামনে পাওয়া যাবে মনোরম আবহাওয়া। খুব গরমের দিনেও তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রির বেশি ওঠে না। বর্ষায় অবিরাম বৃষ্টি হয়ত প্যারাগ্লাইডিং, ট্রেকিং ইত্যাদিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, তবে এই সময়ে পাহাড়ের যে রূপ খোলে, তা এককথায় অনবদ্য। এত চিন্তাভাবনা না করে শীতের মরশুমে সপরিবার ঘুরে আসুন।

মাঠে ময়দানে
6 November, 2025 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

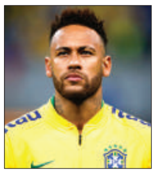

সেনেগাল ও তিউনিশিয়া ম্যাচের জন্য নেইমারকে ছাড়াই দল ঘোষণা ব্রাজিলের

রিয়ালের দৌড় থামাল লিভারপুল

১০ জনের বায়ার্নের কাছে হার পিএসজির

লিভারপুল, ৫ নভেম্বর : লিভারপুল, ৫ নভেম্বর : চলতি মরশুমে ১৪টি ম্যাচ খেলে ১৩টিতেই জয়! অশ্বমেধের ঘোড়ার মতোই ছুটছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কিলিয়ান এমবাপেদের দৌড় থামিয়ে দিল লিভারপুল। ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে আয়োজিত ম্যাচটা ১-০ গোলে জিতেছেন মহম্মদ সালাহরা। রিয়াল গোলকিপার থিবো কুর্তোয়া তিন কাঠির নিচে অসাধারণ খেলে না দিলে, ম্যাচটা আরও বড় ব্যবধানে জিতত লিভারপুল।

ম্যাচের শুরু থেকেই গোলের জন্য ঝাঁপিয়েছিলেন সালাহরা। ২৭ মিনিটেই ডমিনিক সোবোসলাইয়ের শট অবিশ্বাস্য ভাবে বাঁচান কুর্তোয়া। বিরতির আগেই আরও তিনবার দলকে নিশ্চিত পতনের হাত থেকে রক্ষা করেন রিয়াল গোলকিপার। তবে ৬১ মিনিটে অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিয়েস্টারের হেড বাঁচাতে পারেননি কুর্তোয়া। ৮৬ মিনিটে সালাহর পাস থেকে বল পেয়ে জোরালো শট নিয়েছিলেন কোডি গাকপো। এবারও রিয়ালের ত্রাতা হয়ে দাঁড়ান কুর্তোয়া। ফিরতি বলে সালাহর শট গোলসাইন সেভ করেন এদের মিলিতাও। ফলে রিয়ালের হারের ব্যবধান আর বাড়েনি।

চূড়ান্ত হতাশ করলেন এমবাপে। এই মরশুমে সব টুর্নামেন্ট খেলে ১৫ ম্যাচে ১৮ গোল করেছিলেন। কিন্তু এদিন নব্বই মিনিট মাঠে থাকলেও, পুরোপুরি নিষ্প্রভ ছিলেন এমবাপে। একবারের জন্যও তাঁকে বিপজ্জনক হতে দেয়নি লিভারপুলের জমাট ডিফেন্স। গোটা ম্যাচে ফাইনাল থার্ডে মাত্র চারবার বল ছুঁতে পেরেছেন তিনি।

এদিকে, গতবারের চ্যাম্পিয়ন পিএসজিকে ২-১ গোলে হারিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। সেটাও আবার পুরো দ্বিতীয়ার্ধ ১০ জনে খেলে! বায়ার্নের দু'টি গোলই করেন কলম্বিয়ান উইঙ্গার লুইস দিয়াজ। কিন্তু জোড়া গোল করার পর, প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে লাল কার্ড দেখেন দিয়াজ।

প্যারিসে আয়োজিত ম্যাচে ৪ মিনিটেই গোল করে বায়ার্নকে এগিয়ে দিয়েছিলেন দিয়াজ। ৩২ মিনিটে তিনিই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। কিন্তু বিরতির ঠিক আগে আশরফ হাকিমিকে মারাত্মক ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন দিয়াজ। বিপক্ষকে ১০ জনে পেয়ে, দ্বিতীয়ার্ধে মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়েছিল পিএসজি। ৭৪ মিনিটে দুরন্ত বাইসাইকেল কিকে ১-২ করেন পিএসজির পর্তুগিজ মিডফিল্ডার জোয়াও নেভেস। কিন্তু বাকি সময় অনেক চেষ্টা করেও ম্যাচে সমতা ফেরাতে পারেনি গতবারের চ্যাম্পিয়নরা।

অন্য ম্যাচে টটেনহ্যাম হটস্পার ৪-০ গোলে হারিয়েছে কোপেনহেগেনকে। ইউনিয়ন সাঁ জিলোয়াঁকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। আর্সেনাল ৩-০ গোলে হারিয়েছে স্লাভিয়া প্রাহাকে। জুভেন্টাস ও স্পোর্টিং লিসবনের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে।

বিপক্ষ ডিফেন্ডারের কড়া ট্যাকলে ধরাশায়ী এমবাপে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে।

নির্বাসিত শন

হারারে : মাদকে আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। স্বীকার করার পর জাতীয় দল থেকে চিরনির্বাসিত হলেন জিম্বাবোয়ের ক্রিকেটার শন উইলিয়ামস। জিম্বাবোয়ে ক্রিকেট বোর্ড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ৩৯ বছর বয়সি শনকে আর কোনও দিন জাতীয় দলে ডাকা হবে না। সম্প্রতি আইসিসি বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন শন। কারণ হিসাবে তিনি জানান, মাদকের নেশা নিয়ে সমস্যায় রয়েছেন। আপাতত তিনি রিহ্যাব করছেন। এর পরেই কড়া সিদ্ধান্ত নেয় জিম্বাবোয়ে বোর্ড। দেশের হয়ে ২৪টি টেস্ট, ১৬৪টি ওয়ান ডে এবং ৮৫টি টি-২০ ম্যাচ খেলা শন অতীতেও বারবার শৃঙ্খলা ভেঙে সংবাদের শিরোনামে এসেছিলেন।

জয়ী পাকিস্তান

ফয়সলাবাদ : টি-২০ সিরিজ জয়ের পর এবার একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচেও দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২ উইকেটে হারাল পাকিস্তান। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, ৪৯.১ ওভারে ২৬৩ রানেই অল আউট হয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। অভিজ্ঞ কুইন্টন ডি'কক সর্বোচ্চ ৬৩ রান করেন। এছাড়া লুয়ান দ্রে প্রিটোরিয়াসের ৫৭ রান উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানের নাসিম শাহ ও আবরার আহমেদ ৩টি করে উইকেট নেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ৪৯.৪ ওভারে ৮ উইকেটে ২৬৪ রান তুলে, রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নেয় পাকিস্তান। ম্যাচের সেরা সলমন আঘা (৭১ বলে ৬২ রান)।

কিউয়িদের হার

অকল্যান্ড : প্রথম টি-২০ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে ৭ রানে হারিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অকল্যান্ডে আয়োজিত ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬৪ রান তুলেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক শাই হোপ ৩৯ বলে ৫৩ রান করেন। এছাড়া রোভমান পাওয়েলের ২৩ বলে ৩৩ রান উল্লেখযোগ্য। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, মিচেল স্যান্টনারের ঝোড়ো হাফ সেঞ্চুরি সত্ত্বেও, ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৭ রানের বেশি তুলতে পারেনি নিউজিল্যান্ড। স্যান্টনার ২৮ বলে ৫৫ রানে নট আউট থাকেন।

হাতে বিশ্বকাপের ট্যাটু, মোমের মূর্তি হরমনপ্রীতের

জয়পুর, ৫ নভেম্বর : শাপমুক্তির স্বাদ পেয়েছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। তাঁর নেতৃত্বে প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। সেই সাফল্যকে উদযাপন করতে অভিনব পন্থা নিয়েছে জয়পুরের ঐতিহাসিক নাহারগড় ফোর্ট। বিখ্যাত মোমের জাদুঘর এই দুর্গেই অবস্থিত। সেখানেই স্থান পেতে চলেছেন হরমনপ্রীত কৌর। ভারতের মেয়েদের ঐতিহাসিক বিশ্বকাপ জয়কে উৎসর্গ করে জাদুঘরে বসছে তাঁর মোমের মূর্তি। ছেলেদের ক্রিকেটে বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির মূর্তির পাশেই শোভা পাবে হরমনের মূর্তি। শুধু তাই নয়, জাদুঘরে গেলে দেখা যাবে শচীন তেন্ডুলকর ও বিরাট কোহলির মূর্তিও।

বিশ্বজয়ের স্মৃতি নিজেদের হাতে উল্কি করে রাখলেন হরমনপ্রীত ও স্মৃতি মান্ধানা। হরমনপ্রীত বাঁ-হাতের বাইসেপে উল্কিটি করিয়েছেন। বিশ্বকাপ জয়ের বছর ২০২৫ এবং ফাইনালে জয়ের ব্যবধান ৫২ সংখ্যা খোদাই করা। স্মৃতি ডান হাতের কব্জির উপরে বিশ্বকাপের ট্যাটু করিয়েছেন।

নাহারগড় ফোর্টের শিসমহলে রয়েছে জয়পুরের বিখ্যাত মোমের জাদুঘর। আগামী বছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে হরমনপ্রীতের মূর্তি উন্মোচন করা হবে। জাদুঘরের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শুধু ভারতীয় মেয়েদের বিশ্বজয়ের অসামান্য কীর্তির জন্যই অধিনায়কের মূর্তি বসানো হচ্ছে, এমনটা নয়। বরং হরমনপ্রীতকে সম্মান জানানো হচ্ছে তাঁর পরিশ্রম, অদম্য মানসিকতা, সাহসিকতা এবং আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে। একই সঙ্গে এই উদ্যোগে ক্রীড়াক্ষেত্রে মেয়েদের কৃতিত্বকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। হরমনপ্রীতের এই মূর্তি ভারতের অন্যান্য মহিলাদেরও প্রেরণা হবে।

'৮৩-র জয়ের সঙ্গে তুলনা নয় : সানি

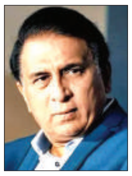

মুম্বই, ৫ নভেম্বর : হরমনপ্রীত কৌরদের বিশ্বকাপ জয়ের উচ্ছ্বাস গোটা দেশে এখনও চলছে। অনেকেই মেয়েদের বিশ্বকাপ জয়ের সঙ্গে তুলনা টানছেন ১৯৮৩-র বিশ্বজয়ের। যদিও '৮৩-র বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম সদস্য সুনীল গাভাসকর এই তুলনায় আগ্রহী নন। হরমনপ্রীতদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেও তিনি বলছেন, কিছু মানুষ মেয়েদের জয়কে ১৯৮৩ সালের জয়ের সঙ্গে তুলনা করছেন। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, ভারতীয় পুরুষ দল তার আগে বিশ্বকাপগুলিতে কখনও গ্রুপ পর্বের গণ্ডি পার করতে পারেনি। তাই নকআউট পর্ব থেকে ফাইনাল— সবকিছুই আমাদের জন্য ছিল নতুন অভিজ্ঞতা। কিন্তু আগের বিশ্বকাপগুলিতে মেয়েদের রেকর্ড বেশ ভাল। এর আগে ওরা দুটো বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলে ফেলেছিল। এবারের জয়ও অসাধারণ। তবে '৮৩-র জয়ের সঙ্গে কোনও তুলনা হয় না।

যদিও হরমনপ্রীতদের কৃতিত্বকে বিন্দুমাত্র খাটো চোখে দেখছেন না গাভাসকর। কিংবদন্তি ওপেনারের বক্তব্য, এই দুর্দান্ত জয় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আরও বেশি মেয়েরা ক্রিকেটে আগ্রহী হবে। মেয়েদের প্রিমিয়ার লিগ (ডব্লুপিএল) ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। তাই বাবা-মায়েরাও এখন ক্রিকেটকে তাঁদের মেয়েদের বিকল্প একটা কেরিয়ার হিসাবে দেখছেন। আরও বেশি করে মেয়েদের ক্রিকেট খেলার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন।

অবসর শীঘ্রই, বলে দিলেন সিআর সেভেন

রিয়াধ, ৫ নভেম্বর : কেরিয়ারে ৯৫২ গোলের মালিক তিনি। গ্রহের একমাত্র ফুটবলার হিসেবে এক হাজার গোলের মাইলফলক স্পর্শ করতে পারেন কি না, তা নিয়ে যখন চর্চা চলছে, ঠিক তখনই অবসরের জোরালো ইঙ্গিত দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

পিয়ার্স মর্গ্যানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রোনাল্ডো বলেছেন, খুব তাড়াতাড়ি অবসর নেব। অবসর জীবনের জন্য আমি প্রস্তুত। এটা খুবই কঠিন হবে। হ্যাঁ, হয়তো আমি কাঁদবও। তবে আমি ২৬-২৭ বছর বয়স থেকেই নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে রেখেছি। ফুটবলে গোল করার জন্য যে অ্যাড্রিনালিন ঝরে, তার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা হতে পারে না। সব কিছুরই শুরু আছে, আবার সব কিছুরই একটা শেষ থাকে।

কেরিয়ারে দুই মেয়াদে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ১৪৫টি গোল রয়েছে পর্তুগিজ মহাতারকার। কিন্তু আজকের ম্যান ইউকে দেখে কষ্ট হয় তাঁর। রোনাল্ডো বলেন, রুবেন আমোরিম তার সেরাটা দিচ্ছে। কিন্তু ওর পক্ষে অলৌকিক কাজ করা সম্ভব নয়। সেটা অসম্ভব।

পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকা মনে করেন, ইউনাইটেডের কিছু খেলোয়াড় নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী পারফর্ম করেন না। রোনাল্ডোর কথায়, ইউনাইটেডের খেলোয়াড়রা ভাল। কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজন জানে না, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড কী। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে ক্লাবে পরিবর্তন আসবে। পরিবর্তনটা দরকার। কারণ, ম্যান ইউয়ে অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। শতাব্দীর অন্যতম সেরা ক্লাবগুলির একটি।

ম্যান ইউয়ের বর্তমান পারফরম্যান্স দেখে তাঁর যন্ত্রণা হয় কি না, জানতে চাওয়ায় সিআর সেভেন বলেন, অবশ্যই হয়। ক্লাব ঠিক পথে নেই। অনেক বছর আমি খেলেছি এই ক্লাবে। প্রচুর শিরোপা জিতেছি। আমার হৃদয়ে রয়েছে ম্যান ইউ।

বিশ্বকাপ জয়ের জন্য হরমনপ্রীতদের অভিনন্দন নিউজিল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টোফার লুক্সনের

ফিফা অ্যাকাডেমিতে রাজ অভিনন্দন ক্রীড়ামন্ত্রীর

প্রতিবেদন : ভূমিপুত্রদের তুলে আনার লক্ষ্য নিয়েই বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি তৈরি করেছিল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি (বিএফএ)। তৃণমূল স্তর থেকে ফুটবলার তুলে আনার লক্ষ্যেই এই আবাসিক অ্যাকাডেমির পথ চলা শুরু হয়। প্রতি বছরই বিএফএ থেকে উঠে আসছে এক ঝাঁক তরুণ প্রতিভা। এবার বাংলার মুখ উজ্জ্বল করল ১৩ বছরের দিশম রাজ হাঁসদা। এআইএফএফ-ফিফা অ্যাকাডেমিতে সুযোগ পেয়েছে রাজ। তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির অনূর্ধ্ব ১৪ দলের স্ট্রাইকার দিশম রাজ হায়দরাবাদে এআইএফএফ-ফিফা অ্যাকাডেমিতে সুযোগ পেয়েছে। গত বছর ফেডারেশনের অনূর্ধ্ব ১৫ আই লিগে ফরোয়ার্ড পজিশনে খেলে ১০ ম্যাচে ৭ গোল করে নজর কাড়েন এবং এআইএফএফ-ফিফা অ্যাকাডেমিতে ট্রায়ালের জন্য সুযোগ পায়। সম্প্রতি হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করে দিশম। সেখানে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে চূড়ান্ত ২১ জনের দলে সুযোগ পায় সে।

বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির খুদে রাজ হাঁসদা।

রাজের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস অভিনন্দনবার্তায় লিখেছেন, রাজ হাঁসদাকে জানাই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য অফুরন্ত শুভেচ্ছা। একইসঙ্গে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির সঙ্গে যুক্ত কোচ, সাপোর্ট স্টাফ ও আধিকারিকদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

সুনীল নেই তারুণ্যেই আস্থা রাখলেন খালিদ

প্রতিবেদন : ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরের কাছে হেরে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে ওঠার স্বপ্ন শেষ। আগামী ২৭ নভেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বাছাই পর্বের ম্যাচ কার্যত নিয়মরক্ষার। আর এই ম্যাচের জন্য তরুণদের উপরেই আস্থা রাখলেন ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ খালিদ জামিল। বুধবার তিনি যে ২৩ জনের দল ঘোষণা করেছেন, তাতে মোহনবাগানের একজনও ফুটবলার নেই। ইস্টবেঙ্গল থেকে রয়েছেন মাত্র দু'জন— আনোয়ার আলি ও নাওরেম মহেশ। প্রত্যাশিতভাবেই নাম নেই সুনীল ছেত্রীরও। দলের সিনিয়র ফুটবলার বলতে গুরপ্রীত সিং সান্ধু ও সন্দেশ ঝিঙ্গান। দলে রাখা হয়েছে অনূর্ধ্ব ২৩ দলের মহম্মদ সানানকে। দলে একমাত্র বঙ্গসন্তান রহিম আলি। চোট সারিয়ে দীর্ঘদিন পর জাতীয় দলে ফিরলেন লেফট ব্যাক আকাশ মিশ্র। চমৎকার ফর্মে থাকা গোয়ান মিডফিল্ডার ব্রাইসন ফার্নান্ডেজও সুযোগ পেয়েছেন। গুরপ্রীতের সঙ্গী দুই তরুণ গোলকিপার ঋত্বিক তিওয়ারি এবং সাহিল।

সোনার ব্যাট-বলে রিচাকে সংবর্ধনা

শনিবার সিএবি-তে অনুষ্ঠান

প্রতিবেদন : শনিবার ৮ নভেম্বর বাংলার বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার রিচা ঘোষকে সংবর্ধনা দেবে সিএবি। ইডেন গার্ডেন্সের লনে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছেন কর্তারা। সোনার ব্যাট ও বল দিয়ে শিলিগুড়ির মেয়েকে সম্মানিত করবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিএবি। ব্যাট ও বলে স্বাক্ষর করা থাকবে সৌরভ ও ঝুলন গোস্বামীর। সিএবি সভাপতি সৌরভ ও ঝুলনই সম্ভবত সংবর্ধিত করবেন রিচাকে।

রিচার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বাংলার প্রাক্তন সমস্ত ক্রিকেটারদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সিএবি। প্রাক্তন মহিলা ক্রিকেটারদের অধিকাংশই শনিবার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। অনেকেই ইতিমধ্যে আমন্ত্রণপত্র পেয়ে গিয়েছেন। ইডেনে সেজেছে আলোর মেলায়। হরমনপ্রীত কৌর, রিচাদের জার্সির রঙে নীল আলোয় সাজানো হয়েছে ইডেন। সিএবি-র প্রধান ফটকে হরমনপ্রীতদের বিশ্বকাপ জয়ের বিশাল কাট আউট লাগানো হয়েছে।

বুধবারই দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন রিচা, স্মৃতি মান্ধানারা। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির বাড়িতে ফিরছেন রিচা। গোটা শিলিগুড়ি শহর অপেক্ষা করছে বিশ্বজয়ী ঘরের মেয়েকে বরণ করে নেওয়ার জন্য। রিচার মা-বাবাও ঘোরের মধ্যে। মেয়েকে তাঁর পছন্দের পদে আপ্যায়িত করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন মা।

গ্রেফতার বেড়ে এবার তিন

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগের ম্যাচে গড়াপেটা কাণ্ডে গ্রেফতারিতে উত্তাল ময়দান। এবার পুলিশের জালে আরও এক অভিযুক্ত। বুধবার সুজয় ভৌমিক নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে বৌবাজার থানার পুলিশ। গত রবিবার গ্রেফতার হওয়া খিদিরপুর ক্লাবের কর্তা আকাশ দাসের ঘনিষ্ঠ এই সুজয়। গড়াপেটা কাণ্ডে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার হল তিনজন। অর্থের বিনিময়ে কলকাতা লিগের একাধিক ম্যাচ গড়াপেটা করেছেন অভিযুক্তরা। এমনকী প্রযুক্তিরও অপব্যবহার করেছেন তাঁরা। তাই ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং আইটি অ্যাক্টের নানা ধারায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের নজরে রয়েছে আরও অনেকেই। তদন্ত চলছে। মাঠে অপরাধের সঙ্গে যুক্ত আরও অনেকেই গ্রেফতার হতে পারেন। প্রাক্তন ও বর্তমান ফুটবলাররা চান গড়াপেটামুক্ত ময়দান।

শেষ চারে পাঞ্জাবের সামনে ইস্টবেঙ্গল

প্রতিবেদন : সুনীল ছেত্রীদের বেঙ্গালুরু এফসি-কে ছিটকে দিয়ে সুপার কাপের সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের সামনে পাঞ্জাব এফসি। গ্রুপ 'সি'-তে বুধবার কার্যত কোয়ার্টার ফাইনাল ছিল বেঙ্গালুরু ও পাঞ্জাবের মধ্যে। দুই দলেরই পয়েন্ট ও গোল পার্থক্য সমান ছিল। নির্ধারিত সময়ে ফল গোলশূন্য থাকায় গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণের জন্য টাইব্রেকারের আশ্রয় নেওয়া হয়। সেখানে পাঞ্জাব পাঁচটি পেনাল্টি শটেই গোল করে। কিন্তু বেঙ্গালুরুর রায়ান উইলিয়ামসের শট বাঁচিয়ে দেন পাঞ্জাব গোলকিপার। শেষ পর্যন্ত ৫-৪ গোলে জিতে সুপার কাপের সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পায় পাঞ্জাব। জানা গিয়েছে, ৪ ডিসেম্বর গোয়ার ফাতোরদাতেই দু'টি সেমিফাইনাল হবে। ৭ ডিসেম্বর ফাইনাল। এদিকে, হারের হ্যাটট্রিক করে সুপার কাপে অভিযান শেষ করল মহামেডান। বুধবার গোয়ার মাঠে গোকুলাম কেরলের কাছেও ০-৩ গোলে হার মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর ছেলেদের। ইনভেস্টর সমস্যা, ট্রান্সফার ব্যানের ধাক্কায় জর্জরিত মহামেডান সীমিত শক্তি নিয়ে সুপার কাপ খেলতে এসেছিল। যথারীতি চূড়ান্ত হতাশা নিয়েই ফিরছে মেহরাজের দল।

বিদায় বেঙ্গালুরুর

পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মেলাবে হকি দল

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর : ক্রিকেটের দেখানো পথে হাঁটবে না হকি! সূর্যকুমার যাদবরা পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত না মেলালেও, হরমনপ্রীত সিংরা হাত মেলাবেন। হকি ইন্ডিয়া স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, খেলার মাঠে পাকিস্তানিদের সঙ্গে সৌজন্য বজায় রাখা নিয়ে তাদের কোনও আপত্তি নেই।

প্রসঙ্গত, পহেলগাঁয়ে জঙ্গি হামলা এবং তার পাল্টা অপারেশন সিঁদুরের পর দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক এখনও তলানিতে। গত এশিয়া কাপে সলমন আঘাদের সঙ্গে হাত মেলাননি সূর্যরা। এমনকী, চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভির হাত থেকে ট্রফিও নেননি। সেই বিতর্ক এখনও চলছে। মহিলাদের ক্রিকেটেও হরমনপ্রীত কৌররা পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাননি।

গত মাসে মালয়েশিয়াতে আয়োজিত সুলতান অফ জহর কাপ টুর্নামেন্টে রীতি মেনে একে অন্যের সঙ্গে হাই ফাইভ করেছিল ভারত ও পাকিস্তানের যুব দল। এই নিয়ে সমালোচনা হলেও, হকি ইন্ডিয়ার সচিব ভোলানাথ সিংয়ের বক্তব্য, আমরা ক্রিকেটকে অনুসরণ করি না। ক্রিকেটাররা যা করেছে, সেটা ওদের ব্যাপার। আমরা অলিম্পিকের নিয়ম মেনে চলি। আন্তর্জাতিক হকি সংস্থার নির্দেশ মেনেই আমাদের চলতে হয়। কোনও বিশেষ দেশের খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন বা হাই ফাইভ করা যাবে না, এমন কোনও নির্দেশ আমরা দিইনি।

নেতা শাহবাজ

প্রতিবেদন : সুরাটে রেলওয়েজের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে বাংলাকে নেতৃত্ব দেবেন শাহবাজ আহমেদ। বুধবার আগরতলা থেকে গুজরাটের সুরাট পৌঁছে যায় বাংলা দল। শনিবার থেকে ম্যাচ। বৃহস্পতিবার প্রস্তুতি শুরু করছেন শাহবাজরা। অভিষেক পোড়েল 'এ' দলে সুযোগ পাওয়ায় ফের নেতৃত্বে বদল হচ্ছে। নেতৃত্বের দৌড়ে ছিলেন সুদীপ ঘরামিও।

বাদ কনস্টাস, দলে ফিরলেন লাবুশেন

মেলবোর্ন, ৫ নভেম্বর : প্রত্যাশামতোই চোট কাটিয়ে সুস্থ হতে না পারা প্যাট কামিন্সকে ছাড়াই অ্যাশেজে প্রথম টেস্ট খেলতে নামছে অস্ট্রেলিয়া। অন্তর্বর্তী অধিনায়ক হিসেবে আগেই স্টিভ স্মিথের নাম জানিয়ে দিয়েছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। বুধবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে তারা। ঘরোয়া ক্রিকেটে রান করে দলে ফিরলেন মার্নাস লাবুশেন। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল এবং গত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে খারাপ ফর্মের কারণে বাদ পড়লেন ওপেনার স্যাম কনস্টাস। বিকল্প ওপেনার হিসেবে অস্ট্রেলিয়া দলে সুযোগ পেয়েছেন জ্যাক ওয়েদারল্ড। ২১ নভেম্বর পারথে শুরু হচ্ছে প্রথম টেস্ট। উসমান খোয়াজার সঙ্গে ওপেন করবেন ওয়েদারল্ড। দুই পেসার অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন ও বিউ ওয়েবস্টারও অন্তর্ভুক্ত দলে। একমাত্র স্পিনার নাথান লিয়ন।

জুনিয়রদের নির্যাতন, অভিযুক্ত অধিনায়ক

ঢাকা, ৫ নভেম্বর : একদিকে যখন মেয়েদের বিশ্বকাপ জিতে সিনিয়রদের হাতে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন হরমনপ্রীত কৌররা, তখন প্রতিবেশী বাংলাদেশ ক্রিকেটের ছবিটা সম্পূর্ণ ভিন্ন! বিশ্বকাপে বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতির বিরুদ্ধে জুনিয়রদের র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ নিয়ে নিন্দার ঝড় বিশ্ব জুড়ে।

বিপাকে জ্যোতি।

অভিযোগ এনেছেন জ্যোতির প্রাক্তন সতীর্থ জাহানারা আলম। গত বছর শেষবার জাতীয় দলে খেলেছেন জাহানারা। তাঁর বিস্ফোরক মন্তব্য, অধিনায়ক জ্যোতি নাকি নিয়মিত জুনিয়রদের মারধর করেন। এক সাক্ষাৎকারে জাহানারা বলেছেন, জুনিয়রদের মারধর করে জ্যোতি। এই বিশ্বকাপের সময়ও দলের জুনিয়ররা আমাকে জানিয়েছে, 'না বাবা! এটা আর করব না। তাহলে আবার থাপ্পড় খেতে হবে! কালই মার খেয়েছি।' দুবাই সফরের সময়ও এক জুনিয়রকে রুমে ডেকে চড় মেরেছে। জুনিয়ররাই সবসময় জ্যোতির কিটব্যাগ টানে। কতবার ওকে বলতে শুনেছি, বসে না থেকে যা আমার ব্যাগ নামা। বাংলাদেশ বোর্ড অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

হৃদরোগে আক্রান্ত ঠাকুমার মৃত্যুর খবর ওড়ালেন আমনজ্যোৎ কৌর

গিল-ধোঁয়াশা জিইয়ে রাখল ভারত

আজ কারারা ওভালে চতুর্থ টি-২০

নেটে গিল। প্র্যাকটিসের ফাঁকে সূর্য ও বুমরা। বরুণকে সমীহ করছে অস্ট্রেলিয়া। বুধবার গোল্ডকোস্টে।

গোল্ডকোস্ট, ৫ নভেম্বর : শুভমন গিল না সঞ্জু স্যামসন! গোল্ডকোস্টের কারারা ওভালে অভিষেক শর্মার সঙ্গে কে ওপেন করবেন? টিম ইন্ডিয়ার নেট সেশনের পর এই প্রশ্নটাই ঘুরপাক খাচ্ছে।

বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্থ টি-২০ ম্যাচ খেলতে নামছেন সূর্যকুমার যাদবরা। তিন ম্যাচের সিরিজ আপাতত ১-১। একদিনের সিরিজ খোয়ানোর পর, আরও একটা সিরিজ হারতে রাজি নয় ভারতীয় শিবির। ফলে এই ম্যাচটা সূর্যদের কাছে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ।

সমস্যা হল এই মাঠে আগে কখনও ম্যাচ খেলেনি ভারত। কারারা ওভালে আগে মাত্র দু'টি আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ হয়েছে। লো স্কোরিং গ্রাউন্ড হিসাবেই পরিচিত এই মাঠ। বছরের বেশিরভাগ সময়েই এখানে রাগবি ম্যাচ হয়। তাই স্কোয়ার লেগের বাউন্ডারি বেশ বড়। চার-ছয় মারা কঠিন। পাশাপাশি মাঠ বড় হওয়াতে স্পিনাররা বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকেন। ভারতীয় শিবিরে বরুণ চক্রবর্তী, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দরের মতো স্পিনার-ত্রয়ী রয়েছেন। এঁদের মধ্যে রহস্য-স্পিনার বরুণকে রীতিমতো সমীহ করছেন অস্ট্রেলীয়রা। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে এসে ম্যাথু শর্ট তো বলেই দিলেন, বরুণকে খেলা সত্যিই কঠিন! অন্য স্পিনারদের থেকে ওর বল হাওয়ায় বাড়তি গতি পায়। যা ওকে বাকিদের থেকে আলাদা করেছে। আমরা ওর বোলিংয়ের অনেক ভিডিও ফুটেজ দেখেছি। কিন্তু এর পরেও ওকে খেলতে গিয়ে সমস্যা হচ্ছে।

গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা আগেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইঙ্গিত থাকল টিম ইন্ডিয়ার প্র্যাকটিসে। আগের ম্যাচে বাদ পড়েছিলেন। কিন্তু বুধবার নেটে প্রথম ব্যাট করলেন সঞ্জু। ব্যাট করার সময় বুমরার বাউন্সারে সামান্য চোটও পান তিনি। যা নিয়ে খুব একটা খুশি ছিলেন না সঞ্জু। ব্যাটিং থামিয়ে বুমরার সঙ্গে কিছুটা সময় কথাও বলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। প্র্যাকটিসের পর কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই মাঠ ছাড়েন সঞ্জু।

প্রশ্ন হল, সঞ্জু খেললে কে বসবেন? এই সিরিজে রান পাননি শুভমন গিল। সামনেই আবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ। তাই গিলকে এই ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হতেই পারে। সেক্ষেত্রে অভিষেক শর্মার সঙ্গে ওপেন করবেন সঞ্জু। কিপিং করবেন জিতেশ শর্মা। শিবম দুবের বদলে খেলার সম্ভবনা রয়েছে নীতীশ রেড্ডিরও। চোট সারিয়ে তিনি এখন ফিট। এদিনের প্র্যাকটিসে চুটিয়ে ব্যাটিং ও বোলিং করেছেন। সাংবাদিক সম্মলনে এসে বোলিং কোচ মর্নি মর্কেলও বলে গেলেন, নীতীশের কাছে যেটা প্রত্যাশা ছিল, সেটা আজ নেটে ভালভাবেই করেছে। দেখা যাক।

এই সিরিজের আগের ম্যাচগুলোর মতো গোল্ড কোস্টেও যথেষ্ট ঠান্ডা রয়েছে। বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই কম। তবে আকাশ কিছুটা মেঘলা থাকবে বলে জানিয়েছে স্থানীয় আবহাওয়া দফতর। সঙ্গে ১০ কিলোমিটার গতিতে বইবে হাওয়া। ফলে নতুন বল শুরুতে স্যুইং করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিনের নেটে বুমরা-অর্শদীপদের আবার দেখা গেল শর্টপিচ ডেলিভারিতে শান দিতে। স্কোয়্যার লেগের বাউন্ডারি বড় হওয়া— ভারতীয় পেসারের বড় অস্ত্র হতেই পারে।

অর্শদীপ জানে টিম ম্যানেজমেন্ট পরীক্ষা চালাচ্ছে, সাফাই মর্কেলের

নভেম্বর, ৫ নভেম্বর : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম দুই টি-২০ ম্যাচে সুযোগ পাননি। তবে তৃতীয় ম্যাচে সুযোগ পেয়েই তিন উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন অর্শদীপ সিং। টি-২০ ফরম্যাটে ৬৬ ম্যাচে ১০৪ উইকেট নেওয়া বাঁ হাতি পেসারকে কেন নিয়মিত খেলানো হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তুলছে ক্রিকেটমহল। হচ্ছে সমালোচনাও।

সিরিজের চতুর্থ ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে এসে এই প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন মর্নি মর্কেল। টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ বলেছেন, অর্শদীপ অভিজ্ঞ। ও ভাল করেই জানে যে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে টিম ম্যানেজমেন্ট বিভিন্ন কম্বিনেশন নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে। ও বিশ্বমানের বোলার। টি-২০ ফরম্যাটে পাওয়ার প্লে-তে সবথেকে বেশি উইকেট নিয়েছে। ও দলের কাছে কতটা মূল্যবান, সেটা আমরাও জানি। তবে অন্য কম্বিনেশনও কাজ করছে কি না, সেটাও দেখা দরকার। অর্শদীপও টিম ম্যানেজমেন্টের এই মনোভাব বুঝেছে।

তবে কোনও ফর্মে থাকা ক্রিকেটারকে বারবার বসিয়ে রাখলে যে আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে, সেটা মেনে নিয়েছেন মর্কেল। তাঁর বক্তব্য, ব্যাপারটা মেনে নেওয়া মোটেই সহজ নয়। বরং কঠিন। ক্রিকেটাররা অনেক সময়ই দল নির্বাচন নিয়ে হতাশ হতেই পারে। কিন্তু কখনও কখনও সেটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। মর্কেলের সংযোজন, টিম ম্যানেজমেন্ট সব সময় ক্রিকেটারদের পাশে থাকে। ওদের বলা হয় কঠোর পরিশ্রম করতে এবং সুযোগ পেলেই তা কাজে লাগাতে। বিশ্বকাপের আগে খুব বেশি ম্যাচ হাতে নেই। তাই চাপের মুখে ক্রিকেটাররা কেমন মানসিকতা দেখাচ্ছে সেটাও টিম ম্যানেজমেন্টের দেখা দরকার।

সিরিজ জয়েই চোখ বাভুমার

বেঙ্গালুরু, ৫ নভেম্বর : টেস্ট অধিনায়ক হিসাবে ভারতের মাটিতে সিরিজ জয়ের স্বাদ পেতে চান। সাফ জানালেন টেম্বা বাভুমা। আগামী ১৪ নভেম্বর ইডেন টেস্ট দিয়ে শুরু হচ্ছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজ। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকা এ দলের হয়ে বেঙ্গালুরুতে ভারত এ দলের বিরুদ্ধে চার দিনের ম্যাচ খেলবেন বাভুমা। যা শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার থেকে। বুধবার মিডিয়ার মুখোমুখি বাভুমা বলেন, মনে হয় না দীর্ঘদিন আমরা ভারতের মাটিতে কোনও টেস্ট সিরিজ জিতেছি। তাই এবার আমাদের সামনে সুযোগ রয়েছে সিরিজ জিতে দেশকে গর্বিত করার। প্রসঙ্গত, ১৯৯৯-২০০০ সালে হ্যান্সি ক্রোনিয়ের নেতৃত্ব শেষবার ভারতের মাটিতে কোনও টেস্ট সিরিজ জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। বাভুমা রও বলেছেন, ভারতের মাটিতে ভারতকে হারানো সব সময়ই কঠিন। তবে আমরা এই চ্যালেঞ্জটা নিচ্ছি। বোলিং বরাবরই আমাদের বড় শক্তি। এবারের দলেও স্পিন ও ফাস্ট বোলিংয়ে যথেষ্ট গভীরতা রয়েছে। যদি ঘূর্ণি পিচে খেলতে হয়, তাহলেও সমস্যা হবে না।

টেস্টে ফিরলেন ঋষভ, শামি সেই উপেক্ষিতই

মুম্বই, ৫ নভেম্বর : প্রত্যাশিতভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজের দলে ফিরলেন ঋষভ পন্থ। তবে উপেক্ষিতই থেকে গেলেন মহম্মদ শামি। যদিও চোট সারিয়ে দলে ফিরেছেন বাংলার আরেক পেসার আকাশ দীপ। এদিকে, পন্থ ও আকাশ দীপ ফেরায় বাদ পড়েছেন নারায়ণ জগদীশন ও প্রসিধ কৃষ্ণ। দু'জনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট টেস্ট সিরিজের দলে ছিলেন।

গত ইংল্যান্ড সফরে চোট পেয়ে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন পন্থ। তবে চোট সারিয়ে ভারত এ দলের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা এ দলের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেই ৯০ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেছিলেন। তাঁর টেস্ট দলে ফেরা নিশ্চিত ছিল। প্রোটিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে শুভমন গিলের ডেপুটিও তিনি। অন্যদিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে পন্থের অনুপস্থিতিতে কিপিং করেছিলেন ধ্রুব জুরেল। সেঞ্চুরিও হাঁকিয়েছিলেন। তবে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে পন্থই কিপিং করবেন। সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসাবে খেলানো হতে পারে জুরেলকে।

বাংলার হয়ে রঞ্জির প্রথম দুই ম্যাচে ১৫ উইকেট নেওয়ার পর, শামির টেস্ট দলে প্রত্যাবর্তন নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল। কিন্তু ত্রিপুরার বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচে কোনও উইকেট পাননি শামি। এই মুহূর্তে যে তাঁকে টেস্ট দলের জন্য ভাবা হচ্ছে না, সেটা নির্বাচকদের দল ঘোষণার পর দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার হয়ে। প্রসঙ্গত, ১৪ নভেম্বর থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্ট গুয়াহাটিতে। যা শুরু হবে ২২ নভেম্বর থেকে।

এদিকে, ভারত এ দলের বিরুদ্ধে চারটি একদিনের ম্যাচ খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা এ। ভারত এ দলকে নেতৃত্ব দেবেন তিলক ভার্মা। দলে রয়েছেন অভিষেক শর্মা, প্রসিধ কৃষ্ণ, অর্শদীপ সিং, ঈশান কিশানরা।

টেস্ট দল : শুভমন গিল (অধিনায়ক), ঋষভ পন্থ (সহ-অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, কে এল রাহুল, সাই সুদর্শন, দেবদত্ত পাড়িক্কল, ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দর, জসপ্রীত বুমরা, অক্ষর প্যাটেল, নীতীশ রেড্ডি, মহম্মদ সিরাজ, কুলদীপ যাদব ও আকাশ দীপ।